CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-85 ■ 31 December, 2024 ■ আগরতলা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৫ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অসমে এসটিএফ'র জালে আরও এক জিহাদি উদ্ধার বহু চাঞ্চল্যকর ও শিহরণকারী তথ্য

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। অসমে এসটিএফ-এর অভিযানে ধরা পড়েছে আরও এক জিহাদি। ধৃত জিহাদি কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ভোদিয়াগুড়ির বাসিন্দা গাজি রহমান। ইতিমধ্যে গাজিকে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে। গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্য্যন্ত 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে 'গ্লোবাল টেররিস্ট অর্গানাইজেশন' (ডিটিও)-এর ১২ জন জিহাদি তথা মৌলবাদীকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)।

গাজি রহমানকে গ্রেফতারের বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন এসটিএফ-প্রধান, আইজিপি ড. পার্থসারথি মহন্ত (আইপিএস)। তিনি জানান, সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে 'অপারেশন প্রঘাত'-এর শীর্ষক চলমান অভিযানে আরেক জিহাদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ সোমবার সকালে কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ভোদেয়াগুড়ি থেকে ৩৫ বছর বয়সি গাজি রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে জিহাদি সংগঠন আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস) এবং আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর সাথে জড়িত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এসটিএফ-প্রধান ড. পার্থসারথি বলেন, 'কোকরাঝাড় জেলা পুলিশের সহায়তা নিয়ে পলাতক অভিযুক্ত গাজিকে আজ সফলভাবে গ্রেফতার করেছেন তাঁরা। তাকে নিয়ে গুয়াহাটি আসা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অসমে জিহাদি নেটওয়ার্কের মূল মাথা গাজি। গাজি রহমানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ও শিহরণকারী অভিযোগ আছে।'

এদিকে অন্য এক সূত্রের খবর, গাজি রহমানের জিহাদি গ্যাঙ অসমে নির্বাচিত কয়েকজন আরএসএস, বিজেপি এবং শীর্ষ হিন্দু নেতাকে নিকাশ করার ছক কষছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'অপারেশন প্রঘাত'-এর নামে অসমে শুরু হয়েছে মৌলবাদী/জিহাদি মডিউল ভাঙার অভিযান। এরই অঙ্গ হিসেবে গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা পুলিশের সহায়তায় আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর প্রধান আইপিএস ড. পার্থসারথি মহন্তের নেতৃত্বে একটি সমন্বিত অভিযানে ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর এক বাংলাদেশি সহ আট জিহাদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুদিনের অভিযানে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থানকারী), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হক। তাদের হেফাজত থেকে মৌলবাদী সংক্রান্ত অ্যাপস (ভারতের নির্দিষ্ট করেকটি রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি), সিম সহ মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ইসলামিক প্রচার সামগ্রী, বাংলাদেশে ইস্যুকৃত পরিচয় নথি, সমালোচনামূলক প্রমাণ সংবলিত পেনড্রাইভ সমেত বেশ কিছু অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এসটিএফ-প্রধান (আইজিপি) আইপিএস ড. পার্থপ্রতিম মহন্তের নেতৃত্বে কোকরাঝাড় জেলা পুলিশের সহায়তায় কোকরাঝাড় জেলায় পৃথক দুই অভিযানে দুই জিহাদি আবদুল জাহের শেখ এবং সাব্বির মির্ধাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন স্থানে মাটির নীচে প্লাস্টিকের বস্তায় মোড়া তাদের মজুতকৃত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ, যুদ্ধে ব্যবহারের মতো সামগ্রী এবং আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন এসটিএফ-এর অভিযানকারীরা।

উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলি যথাক্রমে (১) একে সিরিজের আদলে চারটি হস্তনির্মিত রাইফেল, (২) ৩৪ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, (৩) ২৪ রাউন্ড খালি কার্তুজ, (৪) কর্টেক্স সহ এক জোড়া লাইভ আন-প্রাইমড আইইডি, (৫) বিস্ফোরক দিয়ে হাতে তৈরি একটি গ্রেনেড, (৬) কৃষি সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি ডেটোনেটরের একটি সার্কিট, (৭) ১৪টি ইলেকট্রনিক সুইচ, (৮) আইইডি তৈরির জন্য তিনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঞ্জাবে কৃষক ধর্মঘটের জেরে ব্যাহত রেল চলাচল

কাঠুয়া, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। পঞ্জাবে কৃষকদের ধর্মঘটের প্রভাব পড়লো জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার লক্ষণপুরেও। সোমবার কৃষকরা অনেক জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। বনধের কারণে জম্মু ও কাশ্মীরেরও অনেক জায়গায় রেল ও যান চলাচল ব্যাহত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে এই বনধের প্রভাব পড়েছে।

পাঞ্জাবে কৃষকদের ডাকে এদিন বনধ চলে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত। ফলে রাজ্যের বাইরে যাওয়া গাড়িগুলি রাজ্যের প্রবেশদ্বার লক্ষণপুরে আটকে যায়। উল্লেখ্য, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) আইনি গ্যারান্টি-সহ একগুচ্ছ দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে বনধ হয়। বন্দে ভারত এবং শতাব্দী-সহ বহু ট্রেন বাতিল করা হয়, পাশাপাশি বেসরকারি বাস পরিবহনকারীরাও বনধে যোগ দিয়েছে। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ডালেওয়ালের সমর্থনে বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে, যিনি কৃষকদের দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অনশন করছেন।

বাম-কংগ্রেসের আন্দোলনকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বিরাধীরা সমস্যা না পেয়ে নিজেরাই সমস্যা তৈরি করে আন্দোলন করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। বাম এবং কংগ্রেস এখন একই। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের মৌলিক অধিকার সহ বর্তমান প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তারা গদ বাঁধা বিষয়ে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার ডঃ বি আর আম্বেদকরের বিরুদ্ধে করা কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বামেদের মিছিল সম্পর্কে এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডক্টর বি আর আম্বেদকর কে কংগ্রেস যেভাবে অপমান করেছে তা ভুলে যায়নি মানুষ। কিন্তু বাম ও কংগ্রেস ইতিহাস ভুলে গেছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর কে মনে রাখার জন্য তারা কোন কিছুই করেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ - এর বক্তব্যের একটি ছোট অংশকে নিয়ে ইচ্ছে করে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন কোন কিছুই বলেননি। বাম এবং কংগ্রেস এখন তাদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছে। বাম দল যা বলছে কংগ্রেসও তাই বলছে। বর্তমানে কোনো সমস্যা না পেয়ে তারা সমস্যা তৈরি করে আন্দোলন করার চেষ্টা করছে। এদিন এভাবেই বিরোধীদের আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। বিগত সরকার কিছুই করেনি। বিদ্যালয় রাস্তাঘাট সবকিছুই বেহাল দশা। কিন্তু রাজ্য বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়গুলোকে গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে এবং এর সংস্কার করা হচ্ছে। সোমবার শীতকম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার উদ্যোগে গরীব দুঃস্থদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানার সামনে ব্যবসায়ীকে মারধোর, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্নচিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পোস্টঅফিস চৌমুহনীস্থিত পশ্চিম আগরতলা থানার ঢিল ছুড়া দূরত্বে এসপিও জওয়ান পরিচয় দিয়ে মারধর করা হয় এক ব্যবসায়ীকে। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এসপিও জওয়ান পরিচয় দিয়ে ফাস্ট ফুড দোকানের ব্যবসায়ীকে মারধর করলো এক ব্যক্তি। পশ্চিম থানার সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশের কোনো ভূমিকা দেখা যায় নি। তাই জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা পোস্টঅফিস চৌমুহনী চত্বরে বেশ কিছু ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। পাশাপাশি এখানে দুইটি থানা রয়েছে। কিন্তু তবুও নিরাপদভাবে চলাফেরা করা সম্ভব নয়। প্রায়ই সমাজদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় সাধারণ জনগণকে। পুলিশের ভূমিকায় ভরসা রাখতে পারছেন না এই এলাকার ব্যবসায়ীগণ ও সাধারণ মানুষ।

ফাস্ট ফুড দোকানের মালিক জানিয়েছে, এসপিও জওয়ান পরিচয়ের ওই ব্যক্তির কাছে বকেয়া টাকা চাওয়ায় সে মারধর করতে শুরু করে।

নিখোঁজ স্ত্রীর উদ্ধারে পুলিশের দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। শ্বশুর বাড়ি থেকে নিখোঁজ এক গৃহবধূ। ওই ঘটনাকে ঘিরে বিলোনিয়া চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় নিখোঁজ মামলা দায়ের করেছেন।

স্বামী তাপস দাস জানিয়েছেন, গত তিন বছর আগে তাপস দাসের সাথে প্রতিমা দত্ত দাসের সামাজিক মতে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু গত শুক্রবার কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পান তিনি স্ত্রী বাড়িতে নেই। কাউকে কিছু না জানিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে তার বাপের বাড়ি সহ আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজখবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। গত শুক্রবার রাতেই বিলোনিয়া মহিলা থানায় নিখোঁজ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাকে খোঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, তার ঘর থেকে নগদ ১৭ হাজার টাকা এবং ২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় স্ত্রী।

আম্বেদকরকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজ্যে বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কমলপুর/ খোয়াই, ৩০ ডিসেম্বর।। সংসদ অধিবেশনে বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বামপন্থী সংগঠন। আগরতলায় ৫টি বামপন্থী সংগঠনের ডাকে আজ এক সুবিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে বিরোধী দলগুলো। ত্রিপুরা রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। কংগ্রেস দলের পাশাপাশি এখন বামপন্থিরাও এ বিষয়ে সরব হয়েছেন।

আজকের এই বিক্ষোভ মিছিলে সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যের জন্য ধিক্কার জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই অসম্মানজনক বক্তব্যের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা।

এদিকে, কমলপুরে সিআইটিইউ ও সিপিআই(এম) দলের পক্ষ থেকে দুপুর বারোটা নাগাদ শহরে এক মিছিল পরিক্রমা করে। মিছিলে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেশের সংবিধান রচয়িতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহায়তার আর্জি মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়কের কাছে

অর্থের অভাবে পড়াশুনা বিঘ্নিত মেধাবী সায়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। মেধাবী হলেও অর্থের অভাবে পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে সিধাই মোহনপুর নিবাসী সায়ন সাহার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ এর কাছে ছেলের পড়াশোনায় আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন পিতা স্বপন সাহা।

প্রসঙ্গত, সিধাই মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা স্বপন সাহার একমাত্র ছেলে সায়ন সাহা। গত বছর সে পরীক্ষা পে চর্চায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার বাড়িতে এই পরীক্ষার সার্টিফিকেট পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওই এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ সায়নের বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্মাননা জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা থেকেও তাকে সম্মাননা জানানো হয়। সায়ন ওই সময় মোহনপুর স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো। এদিকে, বর্তমানে সায়ন মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে প্রথম বিভাগের ছাত্র। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে তার পড়াশোনা চালাতে অনেকটাই কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার পিতাকে। আজ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন সায়নের বাবা স্বপন সাহা।

স্বপন সাহা মোহনপুর বাজারে কাপড়ের হকারী করেন। অন্যদিকে তার মা বিগত ১৫ বছর যাবৎ পক্ষাঘাতে ভুগছেন। আর্থিক দিক থেকে বেশ দুর্বল এই পরিবার। কিন্তু ছেলে মেধাবী বলে পিতা তার পড়াশোনা করাতে চাইছেন। তাই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ এর কাছে আর্থিক সাহায্য করার দাবি রাখেন। ছেলে সায়ন সাহাকে আর্থিক সাহায্য করা বা কোন স্কলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও হয়তো আগামী দিনের সে পড়াশোনায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে। এমনটাই প্রত্যাশা পিতা স্বপন সাহার।

বাইক ও গাড়ি সংঘর্ষে আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ ডিসেম্বর।। বাসের ধাক্কায় এম্বুলেন্সে থাকা চারজন রোগী গুরুতরভাবে আহত হলেন। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। এম্বুলেন্সের সাথে বাস গাড়ির সংঘর্ষ আহত চার। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জ লুনথাইছড়া এলাকায়। ঘটনা ঘটে রবিবার গভীর রাতে। আহতদের প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তারপর আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

জানা গেছে, উদয়পুর থেকে চারজন রোগী নিয়ে জিবিপি হাসপাতাল আসছিল অ্যাম্বুলেন্স। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ইং
১৫ পৌষ মঙ্গলবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

রক্তস্বল্পতায় বাড়িতেছে উদ্বেগ

উত্তরপূর্ব ভারতের শিশুদের জন্য বাড়িতেছে উদ্বেগ। ওই এলাকায় পাঁচ বছরের কম বয়সীদের বাড়িতেছে রক্তাল্পতা। সেখানের ৬ মাস থেকে ৫৯ বছর বয়সীদের বেশিরভাগই অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত। উত্তরপূর্ব ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই বাড়িতেছে এই সমস্যা। তবে সবচেয়ে রক্তস্বল্পতা আক্রান্ত অসমে। এর ফলে তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হইতেছে।

-অসমের প্রায় ৬৬ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতায় ভুগিতেছে। উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থায় মেঘালয়। গ্রাম এবং শহর এলাকা মিলাইয়া মেঘালয় রাজ্যের প্রায় ৪৪ শতাংশ এনামিক। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য বিভাগের সার্ভেতে উঠিয়া আসিয়াছে এই তথ্য।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুসারে, বিশ্বে যে সব দেশে আনিমিয়ার প্রকোপ বেশি সেই তালিকায় আছে ভারত। পাঁচ বছর বয়সীদের মধ্যে ভারতে প্রায় ৫৩ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে বলিয়া জানানো হইয়াছে। অ্যানিমিয়া হইলে লোহিত রক্তকণিকায় কমিয়া যায় হিমোগ্লোবিন। যাহার ফলে নানা রকম রোগ দেখা দেয়। সহজেই ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়। এই সঙ্গে দেখা যায় শ্বাসকষ্টউত্তর-পূর্বে এই প্রথম, অরুণাচলে গড়িয়া উঠিয়াছে 'ফিশ মিউজিয়াম' এর প্রভাব সরাসরি আসিয়া পড়িয়াছে শিশুদের ওপর। তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হইতেছে। জানানো হইয়াছে, ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের অ্যানিমিয়া থাকার কারণে, তাহাদের যতটা বাড়ার কথা তাহা হইতেছে না। ২০১৯-২০ সালের হিসাব অনুসারে, ওই বয়সী শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে এই রকম সংখ্যা প্রায় ৩৫.৫ শতাংশ। যাহার ফলে হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্সে বিশ্বের ১৭৪টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১১৬তম।সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সিকিমের প্রায় ১৫ শতাংশ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। সেখানে ৫ বছরের কম শিশুদের প্রতি চারজনের মধ্যে ১জন শিকার। অরুণাচল প্রদেশ এবং মনিপুরের অবস্থা মেঘলায়ের তুলনায় ভাল। অসম এবং ত্রিপুরার হার জাতীয় গড়ের তুলনায় ভাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে, এই দুটি রাজ্যকে আরও উন্নতি করিতে হইবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে, মেঘলায়ের গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা অনেক বেশি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাবে, কোন এলাকায় শিশুর বিকাশ ঠিকমত না হইলে তাহার প্রভাব পড়ে অর্থনৈতিক উন্নতিতেও।

তবে, শুধুমাত্র শিশুরাই নয়, উত্তরপূর্ব ভারতের মহিলারাও এই রক্তাল্পতা রোগের শিকার। সেখানে অসম এবং ত্রিপুরার চিত্র খুবই উদ্বেগজনক। কারণ, ওই দুই রাজ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভুগিতেছেন। নাগাল্যান্ডের প্রায় ২৮ শতাংশ মহিলা এই রোগের শিকার বলিয়াও উঠিয়া এসে আসিয়াছে সমীক্ষায়। কী করিয়া এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা নিয়া চিন্তাভাবনা শুরু করিয়াছে সেখানের প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারও মহিলার মধ্যে অ্যানিমিয়ার হার কমাইতে বাড়তি উদ্যোগ নিতেছে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

কুলগামে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

কুলগাম, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামের খুদওয়ানি এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এখনও নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহাকুম্ভে পৌঁছলেন খর্বকায় সাধু গঙ্গাপুরী

প্রয়াগরাজ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সনাতন ধর্মের বৃহত্তম অনুষ্ঠান মহাকুম্ভ। একে একে মহাকুম্ভ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছচ্ছেন বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সন্ন্যাসীরা। এবার মহাকুম্ভে এসে পৌঁছলেন খর্বকায় সাধু গোপাল গিরি গঙ্গাপুরী।উল্লেখ্য, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। আসতে শুরু করেছেন নাগা সন্ন্যাসী ও অঘোরিরাও। তাঁদের পাশাপাশি দেখা মিললো খর্বকায় সাধু বাবা গঙ্গাপুরীর। জানা গেছে, তাঁর উচ্চতা ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। তিনি নিজেকে আশ্চর্য্য সাধু বলেই অভিহিত করেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : ৪ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল সিটি

ম্যানচেস্টার, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়ার লিগে ৪ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল গত ৪ বারের চ্যাম্পিয়নসরা। লেস্টার সিটির মাঠে রবিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।৪ ম্যাচে জয়হীন সিটি ২১ মিনিটে গোল পায়। ফিল ফোডেনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট গোলরক্ষক বাঁচালেও পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। সেই বল ফাঁকায় পেয়ে জোরাল শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সাভিনিয়ো। ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হলান্ড। লিগে ৫ ম্যাচ পর প্রথম জয়ের দেখা পেলেন হলান্ড। তাঁর মোট গোল হয়ে গেল ১৪টি।এই জয়েই লিগ টেবিলে দুই ধাপ এগোলো সিটি। ১৯ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পঞ্চম স্থানে আছে সিটি। আর অবনমন অঞ্চলে থাকা লেস্টার ১১ হারের পর ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে আছে।

টানা ১১ জয়ের পর পয়েন্ট হারালেও শীর্ষে আতালান্তা

আতালান্তা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করল আতালান্তা লাৎসিওর বিপক্ষে। তবে এই ড্রয়ে পয়েন্ট হারালেও টেবিলের শীর্ষেই থাকছে আতালান্তা।

ম্যাচের ২৭ মিনিটে নাইজেরিয়ার মিডফিল্ডার ডেলে-বাশিরুর গোলে এগিয়ে যায় লাৎসিও। ওই গোল খেয়ে হারের শঙ্কায় পড়েছিল আতালান্তা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট আগে ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মার্কো ব্রেশানিনির গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। লিগে টানা ১১ জয়ের পর এই ড্রয়ের ফলে ১৮ ম্যাচে ১৩ জয় ও দুই ড্রয়ে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থানে থাকল আতালান্তা।

মঙ্গলবার ব্যাটসম্যান পিটার মের জন্মদিন

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বার্কশায়ারের রিডিংয়ে ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন পিটার মে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের অন্যতম ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে তাঁকে ইংল্যান্ডের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনে করা হয়। ১৯৫১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকেই ১৩৮ রান করেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সালে লিওনার্ড হাটনের পর ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক হন এবং তাঁর অধীনে দল দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জেতে।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের কৃতিত্ব জীবদ্দশায় পাননি যে বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক

অমিতাভ ভট্টশালী

সেটা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা আবিষ্কারের কাহিনী। সারা বিশ্বে হৈহৈ পড়ে গেল সেই খবরে।

তার আগে পর্যন্ত কারও ধারণা ছিল না যে ভারতেও থাকতে পারে হাজার হাজার বছরের পুরনো কোনও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।

প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন প্রধান, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল। খবরের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল প্রচুর ছবি, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। তবে মি. মার্শাল তার প্রতিবেদনে এটা উল্লেখ করেননি যে সিন্ধু সভ্যতার ওই দুই প্রাচীন শহর আবিষ্কারের কৃতিত্ব আসলে ছিল দুই ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদের। তাদের একজন আবার বাঙালি — নাম রাখালদাস ব্যানার্জী। তিনি ছিলেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী এবং প্রশিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি মহেঞ্জোদারো খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্যজন, দয়ারাম সাহানি, আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্পা। রাখালদাসের কৃতিত্ব অজানা ছিল বিশ্বের কাছে

ভারতীয়রা স্কুলের ইতিহাস বইয়ে পড়ার সুবাদে ছোট থেকেই জানে যে রাখালদাস ব্যানার্জীই খুঁজে পেয়েছিলেন মহেঞ্জোদারো। তবে বিশ্ব সেই নামটি জানতো না অনেক বছর। রাখালদাস ব্যানার্জী তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জন মার্শালকে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের যে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, সেটাও প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হওয়ার একশো বছর পর মহেঞ্জোদারো নিয়ে রাখালদাস ব্যানার্জীর জমা দেওয়া মূল সরকারি রিপোর্টটি পুনর্গঠন করা হয়েছে সম্প্রতি।

"জন মার্শালকে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার নিয়ে রাখালদাস ব্যানার্জী যে মূল রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন, তার একটি কপি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক হাতে পান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওই রিপোর্টের গুরুত্ব। সেটির ছবি তুলে রেখেছিলেন সেই অধ্যাপক। আমি সেগুলো যোগাড় করি। মূল রিপোর্টের সঙ্গে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের যেসব ছবি ছিল, তার কিছুটা নানা জায়গা থেকে খুঁজে পাই। আবার যেসব ছবি পাইনি, সেগুলি পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো থেকে আমার সূত্রের মাধ্যমে ছবি তুলে আনিয়েছি। "এই সব মিলিয়েই গোটা রিপোর্টটি পুনর্গঠন করতে পেরেছি। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের শতবর্ষে বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস ব্যানার্জীর প্রতি আমার এটা কর্তব্য ছিল," বলছিলেন দীপান ভট্টাচার্য।

মি. ভট্টাচার্য একজন প্রত্নতত্ত্ব গবেষক। তিনি সিন্ধু সভ্যতাসহ নানা প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন।

'মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার ছিল একটা দুর্ঘটনা' "প্রাগৈতিহাসিক স্থল হিসাবে আমার মহেঞ্জোদারো খুঁজে পাওয়াটা একটা দুর্ঘটনা। সেটা ছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস। আশপাশে বেরিয়েছিলাম চিতল হরিণ শিকার করতে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে ওই জায়গায় পৌঁছে যাই। সেখানে একটা চাঁছুনি (যা দিয়ে মাটি ইত্যাদি চেঁছে তোলা হয়) খুঁজে পাই, যেটা আসলে একটা নিউমিলিটিক ফ্লিন্ট (এক ধরণের জীবাশ্ম)। একই রকম জিনিষ পাশের জেলা সুক্কুরের রোহরি থেকেও কয়েক বছর আগে খুঁজে পেয়েছিলেন ব্র্যাডফোর্ড। সেগুলি এখন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে রাখা আছে," লিখেছিলেন রাখালদাস ব্যানার্জী। 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'এর সাতই নভেম্বর, ১৯২৮ সালের যে মূল সংস্করণটি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, সেখানে এভাবেই নিজের প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মজীবন তথা ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এক আবিষ্কার নিয়ে লিখেছিলেন রাখালদাস ব্যানার্জী। প্রথমবার মহেঞ্জোদারো যাত্রার কিছুদিন আগেই ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলের কর্তা হিসাবে পুনেতে যোগ দিয়েছেন। তার বন্ধু ও প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী তার 'দ্রাভিডিয়ান অরিজিনস অ্যান্ড দ্য বিগিনিংস অফ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে রাখালদাস ব্যানার্জী সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে আদতে গিয়েছিলেন আলেকজান্ডারের স্থাপন করে যাওয়া বিজয়স্তম্ভ ও শিলালিপির খোঁজে। মহেঞ্জোদারো থেকে পুনেতে ফিরে এসে তিনি জানতে পারলেন যে তার আগে যিনি পশ্চিমাঞ্চলের কর্তা ছিলেন, সেই ড. আর ভাণ্ডারকর নাকি ১৯১২ সালেই ওই অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, ওই ধ্বংসাবশেষটি মাত্র শ' দুয়েক বছরের পুরনো।

তবে হাল ছাড়েন নি রাখালদাস ব্যানার্জী। সেই ১৯১৭ সালের পরে বার বার তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ওই অঞ্চলে। সিন্ধু নদের অববাহিকার দুই তীরেই খুঁজে বেরিয়েছেন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। "অবশেষে আমি যখন নিশ্চিত হলাম যে মহেঞ্জোদারোই ভারতের

অন্যতম প্রাচীন প্রত্নক্ষেত্র, প্রাচীনতমও হতে পারে, তখন, ১৯২২ সালে আমি সেখানে খনন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিই, লিখেছেন মি. ব্যানার্জী।

বৌদ্ধ স্তূপের নিচে লুকানো প্রাচীন সভ্যতা গবেষক দীপান ভট্টাচার্য বলছিলেন,খননের আগে মহেঞ্জোদারোতে ভূপৃষ্ঠের ওপরে যেটা দেখা যেত তা হলো কুশান যুগের একটি বৌদ্ধ স্তূপ। সেটা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই স্তূপের নিচে যে লুকিয়ে ছিল এক অতি প্রাচীন অথচ আধুনিক শহর, তা জানা যায় আরও একটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে। সাময়িক মাসিক বসুমতী পত্রিকায় মি. ব্যানার্জী লিখেছিলেন: "১৯২১ খ্রিস্টাব্দে লারকানা জিলার পশ্চিমাংশ গৈচিডেরো নামক স্থান পরিদর্শনকালে দেখিতে পাওয়া গেল যে, একটি বড়ো বাড়ি ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি বড়ো বড়ো মাটির জালা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে একটি জালার ভিতরে হাত দিতেই আমার একটি আঙ্গুল কাটিয়া গেল। সকলেই বলিল যে, উহার ভিতরে সাপ আছে এবং তোমাকে সাপে কামড়াইয়াছে। হাত বাঁধিয়া সাপ মারিবার জন্য জালা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল যে, সাপের পরিবর্তে জালার ভিতরে ১০টি মাটির ভাঁড় তিন থাকে সাজানো আছে। উপরের থাকে একটি মাটির ভাঁড়ের মুখে একখানি ছোটো পাথরের ছুরি আছে, সে ছুরিতে লাগিয়া আমার আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক মাটির ভাঁড়ের মধ্যে মানুষের দেহের একখানি অস্থি এবং সেই অস্থির চারিপাশে তিন বা চার থাকে খুব ছোটো

সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে জন মার্শাল প্রথম মহেঞ্জোদারোতে গিয়েছিলেন বলে লিখেছেন রাখালদাস ব্যানার্জী। গবেষক দীপান ভট্টাচার্য বলছেন, "এর অর্থ হলো লন্ডনের পত্রিকায় যেসব তথ্য ও ছবি ছাপা হয়েছিল জন মার্শালের নামে, সেগুলো আসলে রাখালদাস ব্যানার্জী এবং তার সহকর্মীদের তোলা। অথচ কোথাও তাদের কৃতিত্ব স্বীকার করা হলো না। জন মার্শাল নিজে একজন অত্যন্ত পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ। তার কাজের ব্যাপকতা বিশাল। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু অন্য কারও আবিষ্কারের স্বীকৃতি না দেওয়াটাও তো ঠিক না।" মি. ভট্টাচার্য আরও বলছিলেন যে লন্ডনের পত্রিকায় সেই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে রাখালদাস ব্যানার্জীর মূল রিপোর্টে নানা অসঙ্গতি রয়েছে, বিস্তারিত তথ্য নেই — এসব কথা বলেন জন মার্শাল। জন মার্শালের পর যিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন, সেই হ্যারল্ড হারগ্রিভস মূল রিপোর্টটি রাখালদাসকে ফেরত পাঠান।

"মি. হারগ্রিভস চিঠিতে লিখলেন যে জন মার্শালই নাকি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যাতে রিপোর্টটি রাখালদাসকে ফেরত পাঠানো হয়। যদি তিনি চান, সেটি প্রকাশ করতে পারেন, এমন কথাও লেখা হলো,' বলছিলেন দীপান ভট্টাচার্য। প্রথম প্রতিবেদনে মি. ব্যানার্জী বা মি. সাহানির নাম উল্লেখ না থাকলেও জন মার্শাল ১৯৩১ সালে 'মহেঞ্জোদারো অ্যান্ড দ্য ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন' নামে তিন খণ্ডের যে আকর গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেখানে অবশ্য দু'জনের কাজের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি।

তবে সেই বই প্রকাশের আগেই, মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মারা গেছেন রাখালদাস ব্যানার্জী। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে স্বেচ্ছাবসর নিতে একরকম বাধ্য হয়ে তখন তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকের চাকরি করেন। তার আবিষ্কারের স্বীকৃতি জীবদ্দশায় মেলেনি মি. ব্যানার্জীর।

রাখালদাসের রিপোর্ট 'ভুলে ভরা'? রাখালদাস ব্যানার্জীর মূল রিপোর্টটি কেন সামনে আনা হলো না অথবা লন্ডনের পত্রিকায় কেন মি. ব্যানার্জীকে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের স্বীকৃতি দেওয়া হলো না, তা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোত লাহিড়ী।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার নিয়ে তার লেখা বই 'ফাইণ্ডিং ফরগটেন সিটিজ --- হাউ দ্য ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন ওয়াজ ডিসকভার্ড'-এ নয়নজ্যোত লাহিড়ী উদ্ধৃত করেছেন জন মার্শালের তার উত্তরসূরি হ্যারল্ড হারগ্রিভসকে ১৯২৯ সালে লেখা একটি চিঠি থেকে। সেই চিঠিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান জন মার্শাল লিখেছিলেন যে মি. ব্যানার্জীর রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সেই রিপোর্টে প্রচুর ভুল এবং অবান্তর তথ্য রয়েছে, যেগুলি তিনি নিজের লেখা মহেঞ্জোদারোর তিন খণ্ডের বইতে সামিল করতে পারবেন না।

"আমি মি. ব্যানার্জীকে যতটা চিনি, তাতে এটা অসম্ভব নয় যে মহেঞ্জোদারোর বইতে (তিন খণ্ডের) তার সংগ্রহ করা তথ্য তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে — এরকম একটা অভিযোগ তিনি লেখকদের বিরুদ্ধে তুলতেই পারেন। তাই এটাই ভালো হবে যে আপনি যদি প্রতিলিপিটি (মূল রিপোর্টের) তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং তিনি যদি চান, তাহলে যেন আপনি সেটি প্রকাশ করার অনুমতি দেন। তবে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব যাতে মহেঞ্জোদারো নিয়ে তার কাজের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেওয়া হয়," মি. হারগ্রিভসকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন জন মার্শাল।

এরপরে তিনি আরও লিখেছিলেন যে মহেঞ্জোদারো নিয়ে যে তিন খণ্ডের গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে, তা প্রকাশের আগেই যেন রাখালদাস ব্যানার্জী নিজের প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, "যাতে পরবর্তীতে কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।"

যে সময়ে জন মার্শাল রাখালদাস ব্যানার্জীর মূল রিপোর্টটি ফেরত পাঠাচ্ছেন, ততদিনে কিন্তু মহেঞ্জোদারো নিয়ে তার লেখা তিন খণ্ডের বিশালাকার বইয়ের রচনা ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে — এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। তিন খণ্ডের ওই আকর গ্রন্থের প্রকাশকাল ছিল ১৯৩১।

গবেষক দীপান ভট্টাচার্য বলেছেন, জন মার্শালের ওই চিঠি এবং রাখালদাসের মূল রিপোর্টটি ফেরত পাঠানোর পিছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে বলে মনে হয়, তা হলো লন্ডনের পত্রিকায় ১৯২৪ সালের প্রতিবেদনটি ছাপার পরেই ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে রাখালদাস ব্যানার্জীর কাজের স্বীকৃতি না পাওয়া নিয়ে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। নানা পত্র পত্রিকায় রাখালদাস নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা কিন্তু সমানে প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন যে আসলে কীভাবে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হয়েছিল, কে ছিলেন আবিষ্কর্তা, ইত্যাদি। তাই জন মার্শাল তিন খণ্ডের যে আকর গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছেন বছরখানেকের মধ্যেই, তা যাতে বিতর্কের মুখে না পড়ে, সে জন্য একরকম বাধ্য হয়েছিলেন রাখালদাসের কাজকে স্বীকৃতি দিতে। "একটা বিষয় খেয়াল করার মতো — মূল রিপোর্টটি জন মার্শাল ফেরত পাঠালেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে রাখালদাস ও তার সহকর্মীদের তোলা যে অজস্র ছবি তার কাছে ছিল, সেগুলো কিন্তু আর ফেরত দেওয়া হয় নি। মূল রিপোর্টের যে প্রতিলিপি মি. হারগ্রিভস পাঠালেন রাখালদাসের কাছে, সেখানে এই ছবিগুলি সংযুক্ত করতে না পারার জন্য দু:খও প্রকাশ করা হয়েছিল" বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

"তবে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের নিজের মূল রিপোর্ট ফেরত আসার পর রাখালদাস আর সেটি দেখতে পেয়েছিলেন কী না আমার সন্দেহ আছে কারণ রিপোর্টটি ফেরত আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান রাখালদাস ব্যানার্জী," বলছিলেন দীপান ভট্টাচার্য।

রাখালদাসের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ জন মার্শাল ও রাখালদাস ব্যানার্জীর মধ্যে মনোমালিন্য, মতবিরোধের শুরু অবশ্য মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কের অনেক আগে, সেই ১৯১২ সাল থেকে। তখন রাখালদাস ব্যানার্জী কাজ করতেন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে, আর ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিলেন জন মার্শাল। পদাধিকারবলে ভারতীয় জাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি মি. মার্শালেরই তত্ত্বাবধানে ছিল। ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোত লাহিড়ী তার আকরগ্রন্থ 'ফাইণ্ডিং ফরগটেন সিটিজ --- হাউ দ্য ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন ওয়াজ ডিসকভার্ড- এ এমন অনেক তথ্য দিয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় মি. মার্শাল ও মি. ব্যানার্জীর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক মতানৈক্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করার জন্য যে 'দাম' দিতে চাইতেন মি. ব্যানার্জী, তা নিয়ে মি. মার্শাল আপত্তি তুলতেন, কারণ কোন প্রত্ন-নিদর্শনের দাম কী হওয়া উচিত, হাতে-কলমে কাজ করার সুবাদে তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল মহাপরিচালকের। নয়নজ্যোত লাহিড়ীর বইতেই পাওয়া যায় যে প্রত্ন-নিদর্শন সংগ্রহের জন্য 'দাম' ঠিক করার আগে মি. মার্শালের অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়।

তবে রাখালদাস ব্যানার্জী যে একাধিকবার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সেইসব নির্দেশনা ভঙ্গ করেছেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন নয়নজ্যোত লাহিড়ী। এরপরে গভর্নমেন্ট এপিগ্রাফিস্ট বা সরকারি শিলালিপি-বিশারদের চাকরির জন্য যখন রাখালদাস ব্যানার্জী আবেদন করলেন, তাতে কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন জন মার্শাল। তাই সেই চাকরিটা পান নি মি. ব্যানার্জী।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রধান হিসাবে রাখালদাস ব্যানার্জী যখন পুনেতে দায়িত্ব নিলেন, সেখানেও নানা সমস্যা শুরু হলো তাকে নিয়ে। কখনও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অমান্য করা, আবার কখনও আর্থিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ উঠতে লাগল তার বিরুদ্ধে। আবার বর্তমান মধ্যপ্রদেশের জবলপুর শহরের কাছের এক মন্দির থেকে প্রাচীন একটি মূর্তি "হারিয়ে যাওয়ার" ঘটনাতেও রাখালদাস ব্যানার্জীর দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। মূর্তিটি যখন হারিয়ে যায়, সেই সময়ে মি. ব্যানার্জী তার সহকর্মীদের নিয়ে কাছাকাছি শিবির গেঁড়ে ছিলেন। পরে অবশ্য তিনিই মূর্তিটি পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

ভারতের জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত একটি পুরনো ফাইল খুঁজে বের করে ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোত লাহিড়ী লিখেছেন, ফাইলটির বিষয় খুব স্পষ্ট : 'মি. আরডি ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা'। ওই ফাইলে ব্যানার্জী সংক্রান্ত চিঠি ও বিভিন্ন নির্দেশ সংকলিত রয়েছে — কিছু তার নিজের লেখা, কিছু তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, আরও কিছু তার ব্যাপারে অন্যদের লেখা। পশ্চিম সার্কেল (পুরাতত্ত্ব বিভাগের) কী ঘটেছিল, তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ওইসব নথি থেকে। "বোম্বে সরকারকে ১৯২১-২২ সালের শীতকালটা জুড়ে ব্যানার্জীর সৃষ্টি করা সমস্যাগুলো সামলাতে হয়েছিল। তারা তখন অনুধাবন করতে পেরেছিল যে তারা একজন দক্ষ অফিসারের আর্থিক নয়ছয়ের মুখোমুখি হয়েছে — যার ব্যাখ্যা তিনি যেমন দিতে পারছেন না, আবার সমাধানও করতে পারছেন না," লিখেছেন নয়নজ্যোত লাহিড়ী। মহেঞ্জোদারোতে শেষবার ফেরা এই পরিস্থিতিতে রাখালদাস ব্যানার্জী পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান জন মার্শালকে গোপন চিঠি পাঠিয়ে বদলি চাইলেন কলকাতায়। কিছুদিন পরে "বোম্বে" সরকারকে রাজি করিয়ে মি. ব্যানার্জীকে কলকাতায় বদলির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জন মার্শাল। পশ্চিমাঞ্চল থেকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসার আগেই রাখালদাস ব্যানার্জী যখন ফিরে গিয়েছিলেন মহেঞ্জোদারোতে, সেটা ছিল ১৯২২ সাল। তখনই প্রাচীন প্রত্নস্থলটির খনন কাজ শুরু করেন তিনি। কুষান যুগের বৌদ্ধ স্তূপের নিচ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে থাকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পুরনো এক আধুনিক শহরের চেহারা। রাখালদাস ব্যানার্জীর জীবদ্দশায় সেই আবিষ্কারের স্বীকৃতি না পেলেও এখন মহেঞ্জোদারো পেয়েছে ওয়ার্ল হেরিটেজের মর্যাদা। পাকিস্তান সরকার সেখানে যে বোর্ড লাগিয়েছে, তাতে অবশ্য জ্বলজ্বল করছে বাঙালি পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস ব্যানার্জীর নাম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র সাথে এক সাক্ষাতে মিলিত হন রাজনগর এলাকার বাসিন্দারা।

স্বামীত্ব যোজনার বিপ্লবাত্মক প্রভাব

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪।। গ্রামীণ ভারতের জমির মালিকদের ‘জরিপের অধিকার’সহ আবাদি এলাকায় আর্থিক রূপান্তরণের লক্ষ্যে ২০২০-র ২৪ এপ্রিল, ‘জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবসে’ প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ‘স্বামীত্ব’ যোজনা চালু হয়। জমি চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প অনুসারে সম্পত্তির আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ, ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা সহজলভ্যকরণ, সম্পত্তির বিবাদ প্রশমন, গ্রামস্তরের পরিকল্পনা সম্প্রসারণে সর্বাধুনিক ড্রোন এবং জিআইএস প্রযুক্তি কাজে লাগানোর মাধ্যমে প্রকৃত গ্রাম স্বরাজের সুবিধা পৌঁছনোর এক বড়ো পদক্ষেপ এই প্রকল্প বা যোজনা। গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার এই উদ্যোগ।

আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনার ইতিবাচক প্রামাণ্য নথির মতোই ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি দশটি রাজ্য ও দু’টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৬ হাজার ৩৫১টি গ্রামের সুবিধা প্রাপককে ই-বন্টন ব্যবস্থায় ৫৭ লক্ষ ‘স্বামীত্ব সম্পত্তি কার্ড’প্রদান করবেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। সারা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এতে যোগ দেবেন।

স্বামিত্ব যোজনা কেন প্রয়োজনীয় ? বহু দশক ধরে ভারতের গ্রামীণ এলাকায় জমির সমীক্ষা এবং বন্দোবস্তের কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। অনেক রাজ্যই গ্রামীণ বসতির নথিপত্র বা মানচিত্র নির্মানে ব্যর্থ হয়েছে। বৈধ নথিপত্রের অভাবে এই সমস্ত এলাকার বাসিন্দা নিজেদের ঘরবাড়ির মানোন্নতিতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বা নিজেদের সম্পত্তিকে ঋণ পাওয়ার স্বার্থে অথবা অন্য কোন আর্থিক সহায়তার জন্য আর্থিক সম্পদ হিসেবে তুলে ধরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এই সমস্ত নথিপত্র না থাকার সমস্যা দীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় অব্যাহত থাকলো এবং গ্রামীণ ভারতের আর্থিক প্রগতিকেও এই তাৎপর্যপূর্ণ অন্তরায়ের কারণে পিছিয়ে থাকতে হলো। আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য সম্পত্তি জরিপের বৈধ নথিপত্র থাকার সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি আধুনিক সমাধানসূত্র বের করা খুব জরুরি ছিলো। ফলস্বরূপ, উন্নত ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণ বসতি এলাকার সমীক্ষা এবং মানচিত্রায়নের জন্য স্বামীত্ব যোজনার কথা ভাবা হয়েছিল। আর খুব কম সময়ের ব্যবধানে এই যোজনা দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে।

২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, ছত্তিসগড়, গুজরাট, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এই দশটি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মোট ৪৬, ৩৫১টি গ্রামে ৫৭ লক্ষ স্বামীত্ব সম্পত্তি কার্ড বন্টনই বলা যেতে পারে, এই প্রকল্পের সাফল্যের প্রমাণ। গ্রামীণ বসতি এলাকার বাড়ির মালিকদের স্বামীত্ব যোজনার আওতায় জমি ‘জরিপের অধিকার’ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিপাদ্যকে ভিত্তি করেই ৩১ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সম্পত্তির মালিকদের সম্পত্তি কার্ড জারি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ ১৭ হাজার গ্রামে ড্রোণ সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ, লাদাখ, দিল্লি, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ যেমন রয়েছে , একইভাবে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যেও শেষ হয়েছে সমীক্ষার কাজ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার গ্রামের জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ সম্পত্তির প্রামান্য কার্ড তৈরী করা হয়েছে। হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, পুদুচেরি, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং গোয়ার সমস্ত গ্রামীণ বসতি এলাকার জন্য সম্পত্তির প্রামান্য কার্ড সঞ্চারিত হয়েছে।

একটি কেন্দ্রায়িত অনলাইন নজরদারি এবং প্রতিবেদন পেশের ড্যাশবোর্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব সময়োচিত অন্বেষণ সম্ভব করে তোলে। সম্পত্তি কার্ডগুলি ডিজিলকার অ্যাপের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপকদের কাছে নির্বিঘ্নে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে , তারা তাদের কার্ডগুলি ডিজিটালভাবে দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারেন। এই প্রকল্পে একইসঙ্গে দ্রুত, নিখুঁত, উচ্চ মানের মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক গ্রামীণ জমি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিচালনা প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা (সি ও আর এস) সহ সমীক্ষা উপযোগী ড্রোন নিযুক্তির নেটওয়ার্ক কাজে লাগানো হয়েছে।

এই স্বামীত্ব প্রকল্প রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হিসেবে সামনে এসে গ্রামীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনে ভূমিকা নিচ্ছে। একইসঙ্গে সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং জমি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনী মনোভাবে সমাজকে ক্ষমতায়নের সুযোগ এনে দিচ্ছে।এভাবেই গুজরাটের এক গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমতী কোকিলাবেন বাবাজি বাঘেলা, নিজের পরিবারের জন্য সম্পত্তি কার্ডের কল্যানে ব্যাংক ঋণ পেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান পেয়েছেন। ব্যাংক এই কার্ডকে গুরুত্ব দেওয়ায় আরেক গ্রামীণ মানুষ রাজারাম গৌর স্বামীত্ব যোজনায় সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ঋণ পেয়ে নিজে যেমন বাড়িঘর সারাই করেছেন, আবার ছেলের জন্য মারুতি সুজুকি গাড়ি কিনে রোজগারের ব্যবস্থা করে জীবন বদলের সন্ধান পেয়েছেন। এছাড়া মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় এখাতুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বহু সম্পত্তির বিবাদ অবসানে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরী হয়েছে ইতিবাচক পরিসর।

এরকম ইতিবাচক দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে স্বামীত্ব যোজনা গ্রামীণ ভারতের পুনর্গঠনে ভূমিকা নিচ্ছে।বহু পুরনো সম্পত্তির মালিকানার সমস্যা দূর করে অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের সুযোগ গড়ে তুলছে। উদ্ভাবনকে আপন করে বিভিন্ন বাধা দূর করে, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজেদের সম্পত্তিকে আর্থিক প্রগতির হাতিয়ার করে তুলছে। উচ্চ প্রযুক্তির ড্রোন সমীক্ষা থেকে ডিজিটাল সম্পত্তি কার্ড- এই সমস্ত কিছু শুধুই মানচিত্র নির্মান বা সীমানা নির্ধারণে আটকে না থেকে এক স্বপ্ন সম্ভব করার বিষয় হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।দেশের গ্রামগুলি যত এই পরিবর্তনকে আপন করছে স্বামীত্ব যোজনা ততোই বেশি মাত্রায় একটি সরকারী প্রকল্প থেকে কেতাদুরস্ত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী একতাবদ্ধ গ্রামীণ ভারত গঠনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার অনুঘটক হিসেবে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্ম বিনিয়োগ মন্ত্রকের কাজকর্মের পর্যালোচনা ২০২৪

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর,২০২৪: চলতি বছরে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মবিনিয়োগ মন্ত্রকের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অন্যতম ই-শ্রম পোর্টাল। একই পোর্টালে একযোগে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য বারোটি কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই পোর্টালে তিরিশ কোটিরও বেশি সুবিধা প্রাপক নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। চলতি বছরেই মন্ত্রকের আওতাধীন কর্মচারি রাজ্য বিমা নিগমে (ই এস আই সি) প্রায় ৩৯২১কোটি টাকার ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। নিগমের নীতিগত অনুমোদনের তালিকায় দশটি নতুন ইএসআইসি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও চলতি বছরের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সমূহের অন্যতম। এদিকে মন্ত্রকের এনসিএস পোর্টাল চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশের তিরিশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কর্মবিনিয়োগ পোর্টাল এবং বিভিন্ন বেসরকারী কর্মবিনিয়োগ পোর্টালে সুসংহতভাবে তিন কোটি ঊননব্বই লক্ষ শূণ্যপদ তৈরি করে কার্যকর করা হয়েছে। কেন্দ্রীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বার্থে পাকাবাড়ি ও নির্মাণ কর্মীদের এম আইএস পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অর্গানাইজেশন সিপিপিএস এবং স্বয়ংক্রিয় দাবি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনার মেয়াদ বাড়ানো সহ সহজে টাকা ওঠানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে শ্রম আইনের আওতায় নিয়মকানুন সংক্রান্ত ৬টি আঞ্চলিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের মঞ্চ প্রস্তুতির কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার অবকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। বিশ্ব শ্রম সংগঠনের ২০২৪-২৬ পর্যন্ত দুনিয়ার সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রতিবেদনে সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্তিতে ভারতের সাফল্যে আলোকপাত করা হয়েছে। ই এল আই বা কর্মচারিদের জীবনবিমা প্রকল্পে ২০২৪-২৫ এর কেন্দ্রীয় বাজেটে কর্মসৃজন এবং কর্মবিনিয়োগায়নে মানোন্নতি ও গঠনগত উৎসাহ দানের বিষয়ে ঘোষণা বিশেষভাবে ছিলো। ফলে প্রতিটি প্রকল্পে শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আগামী দিনগুলিতেও আরও বেশি ইতিবাচক সাফল্য প্রত্যাশিতভাবে সহজলভ্য হবে। আর সেই আশাব্যঞ্জক বিষয়ই বছরান্তের পর্যালোচনার নিখাদ প্রাপ্তি বলা যেতে পারে।

পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার ঘোষণা কেজরির, আর্থিক সহায়তারও দিলেন আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন ’আমি একটি প্রকল্পের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করছি। প্রকল্পের নাম পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনা। এই প্রকল্পের অধীনে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের ”গ্রন্থিদের” সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে।’

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, ’পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার অধীনে, প্রতি মাসে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের ”গ্রন্থিদের” সাম্মানিক দেওয়া হবে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে...এই স্কিমের জন্য রেজিস্ট্রেশন আগামীকাল শুরু হবে। এই স্কিমের রেজিস্ট্রেশন শুরু করতে আমি আগামীকাল কনট প্লেসের হনুমান মন্দির পরিদর্শন করব।’

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা,কমছে ভারতের আশা

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : রবিবার সেঞ্চুরিয়ানে এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুই উইকেটে জিতে প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে প্রোটিয়ারা। টেস্টে চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২৫ চক্রে ১১ ম্যাচে ৭ জয় ও ৩ হার দক্ষিণ আফ্রিকার। ম্যাচ জেতার হার ৬৬.৬৭ শতাংশ। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে টেম্বা বাভুমার দল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনাল নিশ্চিত করায় ভারতের আশা একটু একটু করে কমছে।এই চক্রে ভারতের আছে শুধু দুই টেস্টের ফল, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। একটি চলমান মেলবোর্ন টেস্ট। তারপর আছে সিডনি টেস্ট। নিজেদের এ দুটি টেস্ট জিতলেও যে রোহিত শর্মারা ফাইনাল খেলতে পারবেন, তা নিশ্চিত নয়। তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে অস্ট্রেলিয়ার দিকে।ফাইনাল খেলার দারুণ আশা জাগিয়ে রাখা অস্ট্রেলিয়ার বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ছাড়াও দুই টেস্টের সিরিজ আছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ভারত ফাইনালে যেতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের দুটি টেস্ট জিততে হবে। আর অস্ট্রেলিয়া ভারতের পর আবার হারতে হবে শ্রীলঙ্কার কাছেও।কিন্তু সবকিছু কি ভারতের প্রত্যাশামতো হবে?

লোকালয়ে চলে এল গণ্ডার, আলিপুরদুয়ারে জঙ্গলে ফেরালো বন দফতর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে সোমবার সকালে লোকালয়ে দাপিয়ে ছোটাছুটি করল একটি গণ্ডার। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের পাতলাখাওয়া এলাকায়। স্থানীয়রা এদিন সকালে ওই গণ্ডারটিকে এলাকায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চিলাপাতা রেঞ্জের বন কর্মীরা। এদিন সকালে গণ্ডারটি গ্রামের একটি সুপারি বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে সেটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু করেন বন কর্মীরা। গণ্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরাতে আনা হয় একটি কুনকি হাতি। বাজিও ফাটান বনকর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ওই গণ্ডারটিকে জলদাপাড়া জঙ্গলে ফেরাতে সমর্থ হন তাঁরা। বন দফতরের অনুমান, চিলাপাতা বা জলদাপাড়া থেকে ওই গণ্ডার লোকালয়ে এসেছিল। গণ্ডারটি জঙ্গলে ফিয়ে যাওয়ায় স্বস্তিতে গ্রামবাসীরা।

পারদ-পতনের সঙ্গেই শীতে কাঁপছে দিল্লি, পালমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৬ ডিগ্রি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। শীতের দাপটে রীতিমতো জবুথবু অবস্থা রাজধানীজুড়ে। একইসঙ্গে ঘন কুয়াশায় দুর্বিষহ পরিস্থিতি রাজধানীতে। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রিতেও নেমে যেতে পারে।

শীত থেকে রেহাই পেতে বহু মানুষকে এদিন সকালেও আগুনের তাপ নিতে দেখা যায়। কুয়াশার কারণে এদিন সকালেও দৃশ্যমানতা কমে যায়। দিল্লিতে এদিন বাতাসের গুণগতমান ছিল ১৭৯।

প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশও। একইসঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশা। সোমবার সকালে তাজনগরী আগ্রা কুয়াশার হালকা আস্তরণে আচ্ছন্ন ছিল, দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাজমহলকে।

পঞ্জাব বনধ-এর প্রভাব গ্রামীণ এলাকায়, বন্দে ভারত-সহ ২২১টি ট্রেন বাতিল

অমৃতসর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) আইনি গ্যারান্টি-সহ একগুচ্ছ দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা বনধের প্রভাব দেখা গিয়েছে পঞ্জাবে, গ্রামীণ এলাকায় বনধের বেশি প্রভাব দেখা গিয়েছে। তবে, জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে। বন্দে ভারত এবং শতাব্দী-সহ ২২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, পাশাপাশি বেসরকারি বাস পরিবহনকারীরা বনধে যোগ দিয়েছে। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ডালেওয়ালের সমর্থনে বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে, যিনি কৃষকদের দাবিগুলি বাস্তবায়নের

জয় দিয়ে বছর শেষ করল লিভারপুল, পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে

লিভারপুল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ২০২৪ সালের শেষ ম্যাচেও বড় জয় পেল অলরেডরা। রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে ওয়েস্ট হ্যামের মাঠে ৫-০ গোলে জয় পেয়েছে লিভারপুল।ম্যাচের ৩০ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। ডি-বক্স থেকে জোরাল শটে গোল করেন কলম্বিয়ার এই ফরোয়ার্ড। এই গোলের দশ মিনিট পর কোডি গাকপো গোল করেন সালাহ”র পাস থেকে। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে অর্থাৎ ৪৪ মিনিটে সালাহ নিজেই গোল করে লিভারপুলকে তৃতীয় গোল এনে দেন।বিরতির পর আরও দুই গোল খায় ওয়েস্ট হ্যাম। ৫৪ মিনিটে দূরপাল্লার শটে দারুণ এক গোল করেন ট্রেন্ড আর্নল্ড। এরপর লিভারপুলের হয়ে পঞ্চম ও শেষ গোলটি করেন দিয়েগো জোতা।১৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থানেই থাকল লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। এদিকে ১৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৩-তম স্থানে ওয়েস্ট হ্যাম।

PNIT NO: e-PT-XXXIV/EE/RDD/ABS-DIVN/JNR/2024-25, DATED-23/12/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 06/01/2025 for Transportation of store materials from R.D District Godown to different R.D Block Stores & worksites under Dhalai District for the period of 1 (one) year. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.

ICA/C/3065/24

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

ReféŸé GB TOP GƒD Entry Noƒ 14– dated éŸé 28ù12ù2024

পাশের ছবিটি অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স- আনুমানিক ৬৫ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- সাদা, গত ২৮/১২/২০২৪ ইং তারিখ সকাল ৯ টা ০২ মিনিটে আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন ঐ দিন দুপুর ১২ টা ৫৫ মিনিটে জিবিপি হাসপাতালে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়- স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জি.বি টি.ও.পি ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-1584/24

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE

Authorized Officer [O/o the SDFO, Kumarghat] issued 4th / Final Claimant Notice Vide No.F.10-2/OR/Seized Veh/SDFO/KGT/TR-02G-1561/10444-486 Dated, 27/12/2024 on seized vehicle bearing registration No.TR-02G-1561, Chassis No.MAILT2FWTEFB; Engine No.14A91 (Mahindra GIO Load Carrier) from Sukantapalli area, Kumarghat with loaded over 26 Nos. Teak ballies for departmentally adjudication. For further details see the website:- www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

ICA/D/1580/24

Sd/- Authorized Officer [O/o the SDFO, Kumarghat]
Sub-Divisional Forest Officer Kumarghat Forest Sub-Division

PNIe-T No:- 19/PNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 61/DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 14,72,803.00	₹ 29,456.00	Upto 3.00 P.M on 10.01.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 10.01.2025 if possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C/3070/24

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia, South Tripura District, Tripura

WALK-IN-INTERVIEW

A WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up of vacant post of Anganwadi Worker and Anganwadi Helpers on purely temporary "No-Work-No-Honorarium" basis under the office of the Child Development Project Officer, Kumarghat NP ICDS Project, Unakoti, Tripura. The interested candidates who fulfil the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and all necessary documents (self attested Xerox copy of age proof, Proof of Marriage, certificate of educational qualification, PRTC/Citizenship certificate, proof of Ordinary residence (ROR), two copies of recent passport size photographs, ST/SC/Divyanjan (Differently able etc.) to the office of the CDPO, Kumarghat NP ICDS Project.

Sl. No	Name of AWC	WARD NO	Name of MUNICIPAL COUNCIL	No. of Post Anganwadi Worker.	No. of Post Anganwadi Helper	Reason for interview	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIDIVI MANIPURI BASTI AWC	WARD NO 01	Kumarghat MC	00	01	RETD.OF REGULAR AWH	Date of interview will be informed later on.
2	JNPKS	WARD NO 06	Kumarghat MC	00	01	RETD.OF REGULAR AWH	Date of interview will be informed later on.
3	Pabiacharra AWC	WARD NO 14	Kumarghat MC	01	00	RETD.OF REGULAR AWW	Date of interview will be informed later on.

Eligibility Criteria:-

1. Educational Qualification: For Anganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed and for Anganwadi Helper minimum qualification shall be Class-VIII passed.
2. Age Limit:- 18-45 years as on 31/12/2024 and upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/Divyanjan (Differently able) candidates.
3. The applicants must be the normal resident of the MC Ward where the Anganwadi Centre is located
4 Marital Status: Candidate must be Married or Widow (Same for both post).
5. Procedure for selection: Walk-in-interview.
6. Honorarium: Rs.8000/-(Rupees Eight thousand) only for Anganwadi Worker per month and Rs.5000/-(Rupees Five thousand) only for Anganwadi Helper per month along with ADA as declared time to time by the state govt.
7. Application will be received from 01/01/2025 to 10/01/2025 except holidays from 11.00 a.m to 4.00 p.m.
8. Incomplete application or application without required documents shall be immediately rejected.
9. Last date of submission of application is 10/01/2025 up to 4.00 p.m.
10. Date of interview will be informed later on.
11. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

NB: In any unavoidable circumstances the interview process may be postponed/cancelled without showing any reason. The authority has the right to make any changes in the advertisement if required. For further details please visit the Office of the CDPO Kumarghat NP ICDS Project on all working days.

ICA/D/1576/24

Child Development Project Officer Kumarghat NP ICDS Project
Unakoti, Tripura.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
Electrical Division
AGARTALA, West TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC Invi online percentage rate e-tender in single bid system from the reputed resourceful manufacturer/ authorised dealers BLUESTAR/VOLTAS/CARRIER/HAIER having authorised service centre at Agartala as well as having experience in sam nature of the following job-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT -EE(Elect)/ AMC/49/2024-25	9,20,321.00	18,406.00	15(fifteen) days	Date:06/01/2025 Time : 15.00 Hrs
02	DNIeT -EE(Elect)/ AMC/50/2024-25	2,69,535.00	5,391.00	10(Ten) Days	Date:06/01/2025 Time : 15.00 Hrs
03	DNIeT -EE(Elect)/ AMC/51/2024-25	4,30,755.00	8,615.00	10(Ten) Days	Date:06/01/2025 Time : 15.00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other detalls including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No:10/Div-II/AMC/2024-25 Dated : 24/12/2024

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 25/Div-II/ AMC/2024-25	10,86,353.00	21,727.00	90(Ninety) Days
2	DNIeT No. 26/Div-II/ AMC/2024-25	16,40,302.00	32,806.00	90(Ninety) Days
3	DNIeT No. 27/Div-II/ AMC/2024-25	8,95,991.00	17,920.00	90(Ninety) Days
4	DNIeT No. 28/Div-II/ AMC/2024-25	6,43,729.00	12,875.00	90(Ninety) Days
5	DNIeT No. 29/Div-II/ AMC/2024-25	8,89,638.00	17,793.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading/bidding: 07-01-2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned
Bid forms and other details can be obtained from websitehttps://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

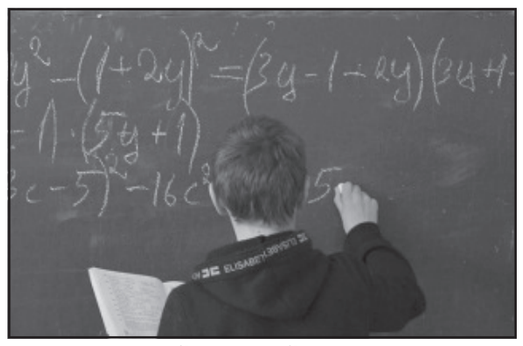

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।

ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে। স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।

যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা। ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

রোগ চেনার উপায়

সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আঁকতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত।

ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্ট্রোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে জলে মেশানো হয় জলে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত। উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে জলবেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক জলের মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত জল পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে।

'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোমকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর জল পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন' যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর জল ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর জল ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ জল পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত জল কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দ্রতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ জল তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল জলপানি আর দুই কাপ সাধারণ জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় যে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।

'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র‍্যাডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।" ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব।

অপরিদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট' হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো। আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল। ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকোরিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।

যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে। আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

পাঁচ খাবারে শিশুর মেধা বাড়ে

শিশুদের বয়সটা হচ্ছে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশসাধনের সময় । এ সময় সুস্থভাবে বেড়ে শিশুদের শিশুর খাবার তালিকায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। অনেক পিতামাতা শিশুদের নিয়মিত ফল ও শাকসব্জি খাওয়াতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন কিছু খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করবে তথা মেধা ও মনোযোগ বাড়াবে। এখানে শিশুর মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পাঁচ খাবার দেওয়া হল— যা ১২ মাস ও তদোর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।

ডিম ঃ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন হয় উল্লেখ্যযোগ হারে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি পুষ্টি হচ্ছে কোলাইন। মস্তিষ্কের গভীরে স্মৃতিকোষ তৈরি করতে কোলাইনের প্রয়োজন রয়েছে। ডিমের কুসুমে পর্যাপ্ত কোলাইন পাওয়া যায়। আট বছর পর্যন্ত প্রতিদিন যতটুকু কোলাইন লাগে তার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে পারে। ডিমে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং ফোলেটও রয়েছে- এদের প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি, বিকাশসাধন ও মেরামতের দরকার। তাই শিশু ডিমের প্রতি অ্যালার্জিক না হলে তাদের প্রতিদিন ডিম খেতে উৎসাহিত করুন।

তৈলাক্ত মাছ ঃ তৈলাক্ত মাছ অনেক উপকার করতে পারে। মস্তিষ্কের বিকাশসাধন ও স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোষের বিকাশসাধনের জন্য অন্যতম হচ্ছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। এ পুষ্টি নিউরোট্রান্সমিটার ফাংশনে ভূমিকা রেখে আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় নিম্নমাত্রায় ওমেগা-৩ এর সঙ্গে কম মেধার যোগসূত্র দেখা গেছে এবং অন্যদিকে ওমেগা ৩ সাপ্লিমেন্টেশনে মেমোরি ফাংশন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোল গ্রেন ঃ শিশুদের সকালের নাস্তায় হোল গ্রেন (গোটা শস্য) রাখা উচিত। কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ এই খাবার মস্তিষ্কের জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ ও এনার্জির জোগান দেয়। এতে প্রচুর বি ভিটামিনও থাকে— যা নাভার্স সিস্টেমকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে। অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে, হোল গ্রেনের ব্রেকফাস্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে সকালের নাশতা হিসেবে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে এমন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। হোলগ্রেনে উচ্চ পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে— যা শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে।

শিমঃ শিমের বিচির মতো প্রকৃতির খাবারে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়। পিন্টো ও কিডনি বিনসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি বেশি থাকে— যা মস্তিষ্কেরক বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের জন্য দরকারি। শিশুদের শিম খাইয়ে স্কুলে পাঠালে ক্লাশরুমে মন বসবে। এছাড়া এসব খাবার তাদের দীর্ঘসময় সতেজ রাখবে। বিচি হচ্ছে প্রোটিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও এসোশিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস। এসকল পুষ্টি গর্ভাবস্তায় প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাবারে ফাইবারও রয়েছে, যা দুটি কমন প্রেগন্যান্সি ডিসকমফোর্ট -কোষ্টকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারে।

দুধঃ দুধ, দই ও পনির এতটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যে, শিশুর ডায়েট চোখ বন্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুধ জাতীয় খাবারে প্রোটিন, বি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি মস্তিষ্কের টিস্যু, নিউরোট্রান্সমিটার ও এইজাইনের গ্রোথের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব কিছুর মস্তিষ্কের কার্যক্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে, এসব খাবার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বলে এগুলো খেলে দাঁত ও হাড় মজবুত হবে তথা সুস্থ থাকবে। শিশুদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিশুকে দুই থেকে তিন ধরনের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

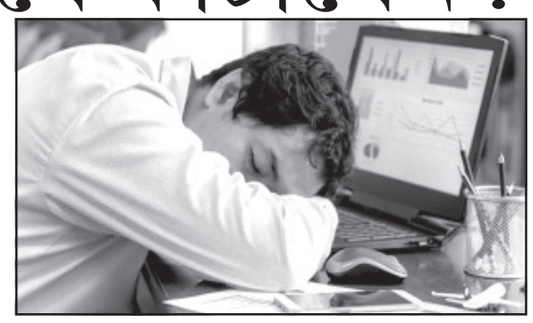

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পাবেন। হাসি মন ভাল কবে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসব সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনও ভালো সালান বা স্পা পার্লারে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

ওজন কমাতে সকালে দুবার জলখাবার

সকালের নাস্তায় দিনের অন্যান্য বেলার খাবারের তুলনায় ভারী ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়াকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ে, লম্বাসময় পেট ভরা থাকে এবং চর্বি ও ক্যালরি খরচের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এই ধারনা অনুসরণ করতে অনেকেই সকালে দুইবার নাস্তা খান অনেকেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হালকা কিছু থেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি বা 'জগিং' করে এসে আবার ভারী নাস্তা খাওয়া হয়। এতে সকালের খাবারটা ভারী হয়। স্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর এর সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানানো হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাট'য়ের বিশেষজ্ঞরা ১২টি বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীকে নিয়ে দুই বছর ধরে গবেষণা চালান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে।

পুরো সময় ধরে তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বেরিয়ে আছে দৈনিক খাবার গ্রহণের ছয়টি ভিন্ন অভ্যাস। সেগুলো হল- সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় অনিয়মিতভাবে খাওয়া, ঘরে খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, বিদ্যালয়ে থাকাকালে অতিরিক্ত খাওয়া, বাসায় উল্টোপাল্টা খাওয়া এবং সকালে দুইবার জলখাবার খাওয়া।

গবেষকদের দাবি, সকালে হালকা কিছু খাওয়ার মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া সক্রিয় হয়। এরপর এক থেকে দুই ঘণ্টা বিরতির দিয়ে আরেকবার ভারী নাস্তা খেলে দুপুরের খাবার খাওয়া আগ পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভূত হয় না। পাশাপাশি উল্টোপাল্টা 'স্ন্যাকস' খাওয়া ইচ্ছা দেখা দেয় না বললেই চলে। আর গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা সকালের দুবার লজখাবার খায় তাদের তুলনায় যারা সকালে একেবারেই কিছু খায় না তাদেরই দীর্ঘমেয়াদে ওজন বেড়েছে বেশি। দুইবার নাস্তা খাওয়া সঠিক উপায় প্রথম নাস্তা খেতে হবে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যে। এরপর বেরিয়ে যেতে পারেন শরীরচর্চায়। হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো, 'স্ট্রেচিং', 'কার্ডিও' ব্যায়ামই যথেষ্ট এসময়। তবে ভারী ব্যায়ামও করতে পারেন। শরীরচর্চা শেষে হাতমুখ ধুয়ে এবার বসতে হবে মূল সকালের নাস্তায়। শরীরচর্চা এ সময় ক্ষুধা তৈরি করবে। ফলে সকালের খেতে ইচ্ছা না হওয়ার সমস্যাটা থাকবে না। মূল নাস্তায় প্রোটিনের মাত্রা বেশি রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে বিষয় হল সকালে দুইবার খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ উপকারী হওয়া সম্ভব যদি তা সঠিকভাবে এবং নিয়মিত মেনে চলা হয়। এখানে অবশ্যই খাবারের পরিমাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকতে হবে। খাবারের তালিকা খুব বেশি জটিল করা যাবে না। 'লিন প্রোটিন' বা চর্বি হীন মাংস, ভোজ্য আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সকালের ভারী খাওয়ার পর দুপুর ও রাতের খাবারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ক্ষুধা নেই, তবে মজার খাবার পেয়ে জোর করে দুপুরে কিংবা রাতে বেশি খেলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

সোমবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে এসএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়।

২০২৪ সালে প্রবর্তিত বা বাস্তবায়িত নয়া আইনসমূহ আইন ও বিচার মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন থেকেই ঔপনিবেশিক যুগের আইনসমূহ নির্মূল করা এবং ভারতের আইনি কাঠামোকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করেছেন, যেখানে তিনি কম্পিউটারাইজড ভূমি নথির জন্য ই-ধারা ব্যবস্থার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ৭/১২ ব্যবস্থার মতো পুরানো ভূমি রাজস্ব আইনগুলির সংস্কার করেন। ২০১৪ সাল থেকে মোদী সরকার মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য ১৫০০ টিরও বেশি পুরনো আইন বাতিল করেছে। ২০২৪ সালে শতাব্দী প্রাচীন বহু আইনেই বদলে যেমন নতুন ভারতীয় ফৌজদারি আইন, ১৯৩৪ সালের বিমান আইনের পরিবর্তে বায়ুয়ান বিধায়ক বিল, সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহণ আইন, ১৯২৫-এর পরিবর্তে সমুদ্রের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ বিলের মতো নতুন বিলগুলি পাস হয়েছে। ২০২৪ সালে, ভারতের আইনি কাঠামোকে আধুনিকীকরণ এবং বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার জন্য উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার প্রবর্তন বা প্রণয়ন করা হয়। এই সংস্কারগুলির লক্ষ্য হল জাহাজ নির্মাণ, ব্যাঙ্কিং, রেলপথ, বিমান চলাচল এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল করা।

৭৭ বছর পর, ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণরূপে "স্বদেশী"- এলো নতুন ভারতীয় ফৌজদারি আইন

ভারতীয় সাক্ষী (দ্বিতীয়) বিল,২০২৩; ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা, ২০২৩ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা, ২০২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে পাস হয় কিন্তু এই বছর ১লা জুন, ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন আইনগুলি ভারতের আইনি ব্যবস্থাকে দেশীয়করণের পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মূলত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ঔপনিবেশিক আইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রতিস্থাপন করে, যার মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মতো পুরানো বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আইনটি ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে মতবিরোধ দমন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতীয় সাক্ষ্যাধিকার আইন বৈদ্যুতিন প্রমাণের বিধান সহ প্রমাণ পরিচালনার আধুনিকীকরণ করে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ফৌজদারি কার্যবিধির প্রতিস্থাপন করে এবং সন্দেহভাজনদের পরিচালনার জন্য পুলিশ হেফাজতের সময়কাল এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রবর্তন করে। নতুন আইনের উদ্দেশ্য হল জনগণকে শাস্তি না দিয়ে ন্যায়বিচার দেওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যঃ

শূন্য এফআইআর গ্রহণঃ এক্তিয়ার নির্বিশেষে যে কোনও থানায় এফআইআর দায়ের করা যাবে।

ই-এফআইআরঃ কোনও পুলিশ স্টেশনে না গিয়ে এফআইআর দায়ের করা যাবে।

সন্ত্রাসবাদ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেউ

"জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা" বা "দেশকে অস্থিতিশীল" করে এমন কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করা ছোট অপরাধের ক্ষেত্রে একটি সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত। ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি- চুরি বা মানহানির মতো ছোটখাটো অপরাধের জন্য সম্প্রদায়ের উপকার করে এমন "কমিউনিটি সার্ভিস" প্রবর্তন,

গণপিটুনির ফলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এমন বিধান এসেছে।

প্রতারণামূলক বিবাহের ফলে ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

নাবালিকা গণধর্ষণ- মৃত্যুদণ্ড/যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হাতে পারে

পতিতাবৃত্তির জন্য শিশু কেনা বা বিক্রি করার জন্য ৭-১৪ বছরের কারাদণ্ড

শিশুকে পরিত্যাগ করার অপরাধে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪:

ওয়াকফ বোর্ডের কাজকে সুবিন্যস্ত করতে এবং ওয়াকফ সম্পত্তির দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং মুসলমান ওয়াকফ (বাতিল) বিল, ২০২৪ নামে দুটি বিল পেশ করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীভূত পোর্টাল স্থাপন করা হবে, যাতে দাবির জন্য যথাযথ নথিপত্রের প্রয়োজন হবে। এই বিলে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলিতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষায় অসদাচরণের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা:

নয়া শিক্ষা নীতি ২০২০-র মাধ্যমে শিক্ষায় রূপান্তরমূলক সংস্কারের পর, ভারত এখন সামগ্রিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে এবং পাবলিক এক্সামিনেশন বিল ২০২৪-এর মাধ্যমে একটি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থার প্রসার করতে প্রস্তুত। এই বিলের লক্ষ্য হল পাবলিক পরীক্ষার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং সারা ভারতে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রতারণার ব্যাপক সমস্যার মোকাবিলা করা।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যঃ পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বা পরিষেবা প্রদানকারীদের কেউ সংগঠিত অপরাধে জড়িত হলে সেই অপরাধের জন্য অপরাধীদের তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

ভারতীয় বায়ুয়ান বিধেয়ক আইন, ২০২৪

ভারতের বিমান চলাচল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। ২০১৪-তে ৭৪টি বিমানবন্দর থেকে বর্তমানে ২০২৪-এ এসে ভারতের বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ১৫৭ টিতে। এবং ২০৪৭এর মধ্যে ৩৫০-৪০০ বিমানবন্দর করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য বহরের সম্প্রসারণের ফলে গত এক দশকে অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় উড়ান-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৪ সালে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণের বাজারে পরিণত হয়। নৌপরিবহন ও সামুদ্রিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিলগুলি পারমাণবিক সাবমেরিন ও বিমান বাহক নকশা ও নির্মাণের সক্ষমতা সহ বিশ্বব্যাপী কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি দেশে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যন্ত দক্ষ কর্মীও রয়েছে। নাবিক-সরবরাহকারী দেশ হিসাবে বিশ্বের তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতের শেয়ার ১০-১২ু হয়েছে। এর বিপরীতে, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শীর্ষস্থানীয় জাহাজ নির্মাণকারী দেশগুলি বয়স্ক জনসংখ্যার সাথে লড়াই করছে। জাহাজের মালিকানা ও জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রকে অনুঘটক ক্ষেত্র রূপে দাঁড় করার জন্য, ব্যাপক আইনি সংস্কার চালু করা হচ্ছে।

১) উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বিল, ২০২৪-সরলীকৃত লাইসেন্সিংঃ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি হল উপকূলীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় অগ্রভাগের জাহাজগুলির জন্য একটি সাধারণ বাণিজ্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা অপসারণ।

২) সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ বিল, ২০২৪: এই আইনটি প্রায় শতাব্দী প্রাচীন সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ আইন, ১৯২৫-কে অপসারণ করেছে।

৩) বিল অফ লেডিং বিল, ২০২৪: সরলীকরণ করার এবং সহজীকরণ করার সুবিধার্থে ইন্ডিয়ান বিল অফ লেডিং অ্যাক্ট, ১৮৫৬ কে বাতিল এবং পুনরায় কার্যকর করতে আনা হয় এই বিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মার্চেন্ট শিপিং বিল ২০২৪ অনুমোদন করেছে। এই বিলের লক্ষ্য হল সম্মতি বোঝা হ্রাস করা, টনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, নাবিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সামুদ্রিক দূষণ রোধ করা, ভারতের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলি বাস্তবায়ন করা, স্বচ্ছতা এবং ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হিসাবে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের পরিকল্পনা করার মাধ্যমে ভারত এখন পরিবহন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার কাছাকাছি। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গণপরিবহন সংস্কারের জন্য ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর।

রেল (সংশোধনী) বিল ২০২৪:

ভারতীয় রেল তার ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের ৯৭ শতাংশে বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা ২০২৪-২৫ এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ১০৫ বছরের পুরনো কাঠামোকে প্রতিস্থাপন করে ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন সমুদ্র সেতু, আইকনিক নিউ পাম্বান সেতু সম্পন্ন হয়েছিল। ভারতে চালু হয়েছে ১০২ টি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা (২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) যা রেল যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে চলেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর স্থানীয় সংস্থা আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪:

বিশেষ অধিকার বাতিল হবার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমতুল্য করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এখন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সরাসরি বাস্তবায়নের ক্ষমতা পেয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ৮৯০ টি আইন প্রযোজ্য করার মধ্যে দিয়ে, ২০৫ টি রাজ্য আইন বাতিল করা এবং ১২৯ টি আইন সংশোধন করার মধ্য দিয়ে অবশেষে ন্যায়বিচার আসে। এই প্রথমবার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশ এবং পাহাড়ি-অন্য ভাষী মানুষদেরও সংরক্ষণ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটদানের ফলে মনে হচ্ছে উপত্যকায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ফিরে এসেছে।

ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪:

২০২৪ সালে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা এবং শক্তি প্রদর্শন করেছে, যার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির (পিএসবি) মোট অ-কার্যকরী সম্পদের (জিএনপিএ) অনুপাত ২০১৮-র মার্চ মাসে "আইডি ২ 'থেকে কমে ২০২৪-র সেপ্টেম্বরে" আইডি১'-এ নেমে এসেছে। এছাড়াও আর্থিক বছরে (আইডি১), রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ ১,৪১,০০০ কোটি টাকার মোট মুনাফা অর্জন করেছে। আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর শক্তিকান্ত দাস টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য গ্লোবাল ফাইন্যান্সের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার রিপোর্ট কার্ডস ২০২৪ -এর কাছ থেকে এ, রেটিং এর খেতাব পেয়েছেন।

শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনী চক্রের সমন্বয় :

লোকসভা এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভা একযোগে নির্বাচনের প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য সংবিধান (একশত উনত্রিশতম) সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আইন (সংশোধনী) বিল পেশ করা হয়। এই বিলের লক্ষ্য হল একটি নতুন অনুচ্ছেদ, ৮২এ (লোকসভায় এবং সমস্ত বিধানসভায় একযোগে নির্বাচন) যুক্ত করা এবং সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনগুলির সময়কাল সম্পর্কিত ৮৩, ১৭২ এবং ৩২৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা।

লোকসভার মেয়াদ নির্ধারিত তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে। এই তারিখের পরে এবং লোকসভার পূর্ণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে গঠিত সমস্ত বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে যখন লোকসভার পূর্ণ মেয়াদ শেষ হবে।

ভবিষ্যতে লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুনরায় মনোনিবেশ করার মাধ্যমে প্রশাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আদর্শ আচরণবিধির কারণে সৃষ্ট ব্যাঘাত হ্রাস করে নীতিগত পক্ষাঘাত রোধ করা। ঘন ঘন নির্বাচন-সম্পর্কিত কর্মী মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে সহায়-সম্পদের অপব্যবহার হ্রাস করা। রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনী প্রচারের পরিবর্তে ভোটারদের চাহিদা মেটানোর সুযোগ দিয়ে শাসন কার্য্যের দিকে মনোনিবেশ করা। একাধিক নির্বাচনী চক্রের সাথে সম্পর্কিত ব্যয় হ্রাস করে আর্থিক বোঝা হ্রাস করা।

ভারতীয় কূটনীতির জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বর্ষ ২০২৪

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪: গত এক দশকে, ভারত তার কূটনৈতিক অবস্থানকে দারুন ভাবে রূপান্তরিত করেছে। ভারত আজ বিশ্ব মাঝে অভিপ্রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সহানুভূতির সাথে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০২৪ সালের কূটনৈতিক জয়গুলি উল্লেখযোগ্য হলেও, গোটা বিশ্ব কীভাবে ভারতকে দেখবে - তা নতুন করে সাজানোর জন্য বছরের পর বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টারই সুফল হিসেবে অর্জিত হয়েছে।

২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলার মতো সাহসী পদক্ষেপ থেকে শুরু করে ভ্যাকসিন তৈরী করে গোটা বিশ্বে সরবরাহের মাধ্যমে মহামারী চলাকালীন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ভারত দেখিয়েছে যে সংকল্প ও সহানুভূতির সাথে নেতৃত্ব দিতে পারে। জি-২০, আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং বিশ্ব জৈব-জ্বালানি জোট-এ আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির মতো উদ্যোগসমূহ এবং সকলের জন্য একটি স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, কুয়েত, পোল্যান্ড, মিশর এবং পাপুয়া নিউ গিনির মতো দেশগুলিতে ভারতের প্রথমবারের সফর দেশগুলির সাথে দেশের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করেছে, সেই সাথে এই বার্তাটি আরও জোরালোভাবে পৌঁছানো গেছে যে ভারত বড় এবং ছোট যে কোন সম্পর্ককে মূল্য দেয়। একসময় গভীর সংকট কালে ভারত পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু গঙ্গা এবং অজয়ের মতো অভিযানেই মাধ্যমে ভারতীয়দের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার পর নিশ্চিত হয় যে, সংকট কালে ভারত পাশে দাঁড়িয়েছে।অন্যদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ক এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে সহায়তা বিশ্বের সাথে ভারতের সংহতি দেখিয়েছে। আজ ভারত দেখিয়েছে যে তারা বিশ্ব মঞ্চে যুক্ত হতে, সহায়তা করতে এবং অনুপ্রাণিত করতে সদা প্রস্তুত এক দেশ।

২০২৪ সাল ভারতের কূটনীতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর ছিল, যা বিশ্ব নেতা হিসাবে তার অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। এই প্রতিবেদনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তুলে ডগরা হয়েছে যা এই সাফল্যের রূপরেখাকে তুলে ধরে। উচ্চ পদস্থ আন্তর্জাতিক নেতাদের আতিথেয়তা করা থেকে শুরু করে বিশ্ব শান্তি প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা, ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশ্ব মঞ্চে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রদর্শন করেছে। ২০২৪ সালে ভারত কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাইলফলক এবং পদক্ষেপ সম্পর্কে এখানে তুলে ধরা হল।

বাস্তিল দিবস থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস :

ভারতের ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে ফরাসি রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিশ্বের প্রধান নেতাদের সমান ভিত্তিতে যুক্ত করার মাধ্যমে ভারতের ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাস্তিল দিবসে যোগদানে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করেছে। এই বিনিময় ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে গভীর আস্থা ও ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসাবে গন্য হয়েছে।

কাতার ৮ ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানকে মুক্তি দিয়েছে:

নাগরিকদের জন্য ভারতের দৃঢ়তার সাথে সহায়তা তার ঐতিহাসিকভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থান থেকে একটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কারণে কাতার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আটজন প্রাক্তন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মীকে মুক্তি দেবার ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক জয় হিসাবেই জানান দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কাতারের আমির শেখ তমিম বিন হামাদ আল-থানির মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার ফলেই কাতারের একটি আদালত ওই মৃত্যুদণ্ডকে তিন থেকে ২৫ বছরের কারাদণ্ডে পরিণত করে। মোদী সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাদের মৃত্যুদণ্ড যেমন স্থগিত হয় তেমনি, নৌবাহিনীর জওয়ানরা তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হাতে সক্ষম হয়েছে। আবুধাবিতে দেশের প্রথম হিন্দু মন্দির, বিএপিএস মন্দির উদ্বোধন এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে দেখা করতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সফরের ঠিক একদিন আগে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানে বয়ে যাওয়া রবি নদীর জল আটকানো:

ঐতিহাসিকভাবে, সিন্ধু জলচুক্তির (আইডাব্লুটি) প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থান বলেই চিহ্নিত হয়ে আসছিল। উল্লেখযোগ্য জলসম্পদের উপর অধিকার থাকা সত্ত্বেও, ভারত তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করে চুক্তির বিধানগুলি ব্যাপকভাবে মেনে চলে, যার ফলে রবি নদী থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে জল পাকিস্তানে প্রবাহিত হতে দেওয়া হচ্ছিলো। আজ, ভারত রবি নদীর উপর শাহপুর কান্দি ব্যারেজের নির্মান কাজ শেষ করেছে, যা পাকিস্তানে অতিরিক্ত জলের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তা ভারতের জল ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবর্তন এনে দেয়

সিন্ধু জল চুক্তির অধীনে তার অধিকার দাবি করার সময় কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ভারতের জলের কৌশলগত ব্যবহারকে তুলে ধরেছে। এই পদক্ষেপের ফলে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল কৃষির জন্য উপকৃত হবে এবং ৪০০০ একর জমিতে সেচের সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে। উল্লেখ্য, প্রায় তিন দশক ধরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে ভারত-চিন চুক্তি :

প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে, ২০১৪ সালের পর এলএসি বরাবর সামরিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভারতের উপস্থিতি জোরদার করতে সীমান্ত অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়ন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষ শত্রুতার বৃদ্ধি চিহ্নিত করে, যা ভারতকে সীমান্তে সেনা মোতায়েন এবং পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি বাড়ানোর জন্য উদ্দীপ্ত করে। ২০১৮ সালেই চার বছরের দীর্ঘ সামরিক অচলাবস্থার অবসান ঘটেছে, ভারত ও চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর দেপসাং সমভূমি এবং ডেমচক অঞ্চলে পুনরায় টহল শুরু করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চুক্তিতে পৌঁছেছে যা ২০২০ সালের মে মাসে উত্তেজনার আগের মতো স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই চুক্তিটি ভারত-চীন সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেপসাং সমভূমিতে সেনাদের হ্রাস ও হ্রাসের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

ভারতঃ ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তিস্থাপক :

জাতিসংঘে "এটি যুদ্ধের সময় নয়" বলে ভারতের অবস্থান গভীরভাবে অনুরণিত করেছে বিশ্বকে। কয়েক বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত শান্তিস্থাপকের ভূমিকা পালন করার মতো অবস্থানে রয়েছে। রাষ্ট্রপতি পুতিন বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত মধ্যস্থতাকারী হতে পারে। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধের সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিও বলেন, ইউক্রেন সংঘাতের সমাধানে ভারত ভূমিকা রাখতে পারে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাশিয়া সফরের সময় রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরাসরি আলোচনা হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ইউক্রেন সফর করেন, যেখানে তিনি শান্তি পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য ভারতের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেন।

ভারত একটি অনন্য জাতি কারণ ভারতকে ক্রমবর্ধমানভাবে "বিশ্ববন্ধু" হিসাবে দেখা হচ্ছে যা বিভাজনের উভয় পক্ষের দেশগুলিকে আঘাত করছে। বিশ্বে অন্যতম একজন ভূ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান কিশোর মেহবুবানী ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থানের উপর জোর দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, খুব কম নেতৃত্বই এই ধরনের জটিল গতিশীলতাকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

ভারত ও দক্ষিণী বিশ্ব:

ভারত তৃতীয় "ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে"র আয়োজন করে। ২০২৪ সালের ৯ই জুন নতুন সরকার গঠনের পর এই শীর্ষ সম্মেলনটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আয়োজিত প্রথম বহুপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন। ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গায়ানা ও নাইজেরিয়া সফর ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকা উভয় অঞ্চলে কূটনৈতিক উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য ভারতের কৌশলগত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

ইতালিতে জি-সেভেন বৈঠক:

২০১৯ এর সাধারণ নির্বাচনে জেতার আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জি-সেভেন-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁর জয়ের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম বৈশ্বিক ফোরাম। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, কারণ বিশ্ব তৃতীয় মেয়াদে মোদীকে সুরক্ষিত গুটিকয়েক বিশ্ব নেতাদের মধ্যে একজন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনপ্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করে। ভারত ইতালির অপুলিয়ায় ৫০ তম জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে আউটরিচ কান্ট্রি হিসাবে অংশ নিয়েছিল, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর তৃতীয় মেয়াদে প্রথম বিদেশ সফর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

মায়ানমারের সঙ্গে মুক্ত চলাচলের শাসনের সমাপ্তি

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মায়ানমারের সীমান্তবর্তী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জনবিন্যাস গত কাঠামো বজায় রাখতে ভারত ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে মুক্ত চলাচল ব্যবস্থা (এফএমআর) বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উদ্ধার/মানবিক কার্যক্রম অপারেশন ইন্দ্রাবতীঃ

ভারত তার নাগরিকদের হাইতি থেকে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অপারেশন ইন্দ্রাবতী শুরু করে। অপারেশন সদভাবঃ

লাওস, মায়ানমার এবং ভিয়েতনামে মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ (এইচএডিআর) প্রদানের জন্য ভারত অপারেশন সদভাব চালু করেছে। ২০২৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর ভারত সিরিয়া থেকে ৭৫ জন নাগরিককে সফলভাবে উদ্ধার করে।

ভারতের জন্য কোরাস মধ্যপ্রাচ্য করিডোর আরও শক্তিশালী হচ্ছে:

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী আইএমইসি করিডোরের উন্নয়নের বিষয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। একই মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্রিস সফরের সময় গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোটাকিস জোর দিয়েছিলেন যে গাজা এবং মধ্য প্রাচ্যের অস্থিরতা অস্থিতিশীল হলেও আইএমইসি-র পিছনে শক্তিশালী যুক্তিকে দুর্বল করা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, 'এটি বাস্তবায়নের দিকে কাজ করার জন্য আমাদের সংকল্পকেও দুর্বল করা উচিত নয়।'

ভারতের চাবাহার বন্দর অধিগ্রহণ একটি বড় চুক্তি :

চাবাহার বন্দরের উন্নয়নকে এই অঞ্চলে, বিশেষ করে পাকিস্তানের গদর বন্দরের ক্ষেত্রে, চীনের প্রভাবের কৌশলগত পাল্টা হিসাবে দেখা হয়। ২০২৪ সালের ১৩ই মে, ইন্ডিয়া পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড (আই. পি. জি. এল) চাবাহার বন্দরে শহীদ বেহেস্তি টার্মিনালের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য ইরানের পোর্টস অ্যান্ড মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (পি. এম. ও) সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে ইরান, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করে এটি ভারতের প্রথম পূর্ণ-মাত্রার বিদেশী বন্দর পরিচালনা। চাবাহার বন্দরে শহীদ বেহেস্তি বন্দর টার্মিনাল সক্ষম ও উন্নয়নের জন্য ভারত ইরানের সঙ্গে ১০ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ ২০২৩ সালের নভেম্বরে মহম্মদ মুইজু রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হওয়ার পর ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর লাক্ষাদ্বীপ সফরের প্রতিক্রিয়ায় মালদ্বীপের প্রগ্রেসিভ পার্টির (পিপিএম) শহীদ রমিজ সহ মালদ্বীপের রাজনীতিবিদরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভারতের দৃঢ় এবং দৃঢ় কূটনীতি বিষয়টিকে পাল্টে দেয়। ২০২৪ সালের ৬ থেকে ১০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর ভারত সফরের সময় এই নতুন মোড় লক্ষ্য করা যায়, যার লক্ষ্য ছিল উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ককে মিটিয়ে দিতে সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করা। রাষ্ট্রপতি মুইজু ভারতকে আশ্বস্ত করেন যে, মালদ্বীপ ভারতের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কার্যকলাপে জড়িত হবে না।

কোয়াড:

ভারতের প্রধানমন্ত্রী উইলমিংটনে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোয়াড নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এটি একটি মূল চালিকাশক্তি হিসাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে তার কৌশলগত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনের সময়, ভারত স্বচ্ছ অর্থনীতি, ন্যায্য অর্থনীতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অধীনে আইপিইএফ ওভারর্যাচিং ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রথম ধরণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

দুই নেতা নতুন সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন কন্টিনজেন্সি নেটওয়ার্ক সমঝোতাপত্রের মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঐতিহাসিক সফরের বছর:

৫৬ বছর পর গায়ানা (নভেম্বর, ২০২৪)

১৯৬৮ সালের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর গায়ানা সফর।

১৭ বছর পর নাইজেরিয়া (নভেম্বর, ২০২৪)

৩২ বছর পর ইউক্রেন (আগস্ট, ২০২৪)

১৯৯২ সালে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর এটিই ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইউক্রেন সফর।

৪৫ বছর পর পোল্যান্ড (আগস্ট, ২০২৪)

৪১ বছর পর অস্ট্রিয়া (জুলাই, ২০২৪)

প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রুনেই দারুসসালাম সফর করেন (সেপ্টেম্বর, ২০২৪) ভারত ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই সফর অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার:

ভুটান সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ভুটানের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান "অর্ডার অফ দ্য ড্রুক গ্যালপো" প্রদান করা হয়।

রাশিয়া ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান-অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টলে ভূষিত করে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে মস্কো সফরকালে প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। ডোমিনিকা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে "ডোমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অফ অনার" দিয়ে সম্মানিত করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় গায়ানা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে "দ্য অর্ডার অফ এক্সিলেন্স" দিয়ে সম্মানিত করে। রাষ্ট্রপতি ড. ইরফান আলী তাঁকে এটি উপহার দেন।

নাইজেরিয়া ২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর সফরের সময় "দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার" দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তাঁর হাতে এই উপহার তুলে দেন নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু।

২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় গায়ানা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে "দ্য অর্ডার অফ এক্সিলেন্স" দিয়ে সম্মানিত করেছিল। রাষ্ট্রপতি ড. ইরফান আলী তাঁকে এটি উপহার দেন।

বার্বাডোসের এম মিয়া আমোর মটলি ২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর গায়ানা সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোস পুরস্কারে সম্মানিত করার জন্য তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

ভারতের সাংস্কৃতিক কূটনীতির জয়:

দুবাইতে একটি হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন, সফল সাংস্কৃতিক কূটনীতির প্রচেষ্টার উদাহরণ যা মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সাথে সদিচ্ছাকে উৎসাহিত করে এবং সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। এছাড়া, ২০২৪ সালের ১৫ ই নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ১৪০০টিরও বেশি লুণ্ঠিত প্রাচীন ভারতীয় নিদর্শন ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে

জম্মু, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : সোমবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দু"দিক থেকেই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।জানা গেছে , যাত্রীদের ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কারণ ওভারটেকিংয়ের কারণে ট্রাফিক জ্যামের আশঙ্কা রয়েছে।ট্র্যাফিক কর্মকর্তারা দিনের বেলায় ভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিশেষ করে রামবান ও বানিহালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় স্টপ এড়ানোর অনুরোধ করেছেন, কারণ সেখানে ভূমিধস ও পাথর পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়াও ভাদেরওয়াহ-চাম্বা রোড, মুঘল রোড এবং সিন্থান রোড তুষারপাত ও পিছলে বন্ধ রয়েছে।এছাড়াও সোনামার্গ-কারগিল সড়কও যান চলাচলের জন্য বন্ধ আছে।রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থাগুলির সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই তা খোলার অনুমতি দেওয়া হবে।

আন্দোলন করছে

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে শীত কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন গান্ধীঘাটস্থিত ৩২ নাম্বার ওয়ার্ড এলাকায় হয় এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও এদিন ২০নং ওয়ার্ড এবং ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় শীত কম্বল তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বিধানসভা এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধী ঘাট এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দু:স্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে ঘোলা জলে শিকার করার চেষ্টা করেছে বামেরা। ২০১৮ সালে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা জনগণের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করেছে সরকার। এদিন তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন বাম আমলে আগরতলা শহরে ওভারব্রিজ তৈরি এবং গ্রামাঞ্চলে কিছু কমিউনিটি হল তৈরি করা ছাড়া কিছুই করেনি। স্কুলগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। রাস্তাঘাট বেহাল। বর্তমান সরকার এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোথাও রাস্তাঘাট খারাপ থাকলে ওই রাস্তার ছবি তুলে এসডিএম , চিপ সেক্রেটারি ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে। সরকার এগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের স্মৃতি ক্লাব এলাকায় সোমবার কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এদিন দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি দয়া দক্ষিণ্যের কোন বিষয় নয়। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়া সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরাকে কেউ চিনতো না। ২০১৪ সালে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি গ্রহণ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুতর করেছেন। তাতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সড়ক, রেল ও আকাশ টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর নির্ভর করে উন্নয়ন। বর্তমান সরকার পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অন্যদিকে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট সরকার। এইমস হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের দুটি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এইমস, নিগ্রিমসের মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাজ্যেও যেন গড়ে তোলা যায় সেজন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে এই বিষয়গুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো জানান, টিএমসি হাসপাতালকে যদি এইমস বা নিগ্রিমসের মতো করে গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখছেন। বর্তমানে টিএমসিতে ৪০০ আসন রয়েছে। আরো ৫০টি আসন বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে উপকৃত হবে রাজ্যের জনগন।

এছাড়াও তিনি জানান সৃজা হাসপাতাল রাজ্যে তাদের ইনস্টিটিউশন খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ৭৫০ কোটি টাকা নিবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে রাজ্যে সৃজা হাসপাতাল। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সরকার খুবই গুরুত্বসহকারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে কুয়াশার পূর্বাভাস বৃষ্টিরও সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২-৩ দিন পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামে ভোরে ও রাতের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী ২-৩ দিন পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড় ও রাজস্থানে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কিছু দিন ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। সোমবার সকালেই ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যা, শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি ছিল পঞ্জাবে।

বছর শেষে পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বছরের শেষে ফের ফিরতে চলেছে শীতের আমেজ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও তারপর এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পারদ-পতন হতে পারে। নতুন বছর শুরু হওয়ার পর অনুভূত হবে শীতের আমেজ। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বঙ্গের বেশিরভাগ জেলা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে বছরের শেষে ফিরতে পারে শীতের আমেজ। কলকাতার পারদ ১৪ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে।

প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার শোকস্তব্ধ জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন জিমি। গত অক্টোবর মাসেই নিজের শততম জন্মদিন পালন করেছিলেন জিমি কার্টার। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি জর্জিয়া প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তার আগে জর্জিয়া স্টেট সেনেটের সদস্যও থেকেছিলেন তিনি। তিনি মার্কিন নৌবাহিনীতে ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সক্রিয় সার্ভিসে ছিলেন। ১৯৪৬ সালে রোজালিন স্মিথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কার্টারের। ২০২৩ সালের নভেম্বরেই তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছিলেন। আর তার ১১ মাসের মধ্যেই প্রয়াত হলেন জিমি। জিমি কার্টারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কার্টার সেন্টার। এক বিবৃতিতে জিমি কার্টারের ছেলে চিপ কার্টার জানান, "আমার বাবা একজন নায়ক ছিলেন। শুধু আমার কাছেই নন, যাঁরা শান্তি, মানবাধিকার এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন, এমন সবার কাছেই তিনি নায়ক ছিলেন।"

জিমি কার্টারের প্রয়াণে জো বাইডেন, ব্যারাক ওবামা সহ বহু নেতা শোক জ্ঞাপন করেছেন। জিমি কার্টারের স্বাক্ষরিত তাঁদের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বাইডেন লেখেন, "৬ দশক ধরে জিমি কার্টারকে বন্ধু বলে ডাকার সৌভাগ্য পেয়েছি জিল এবং আমি। তবে জিমির সবথেকে বড় কৃতিত্ব ছিল, আমেরিকা এবং গোটা বিশ্বে এমন কয়েক লাখ লোক হবে, যাঁরা কখনও জিমির সঙ্গে দেখা করেননি, তাও তাঁরা মনে করতেন জিমি তাঁদের বন্ধু।"

বাতাসের গুণমানের ফের অবনতি, ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন মুম্বই

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বই সোমবার সকালেও ধোঁয়াশার মোড়া। মুম্বইয়ের প্রভাদেবী, প্যারোল, বান্দ্রা, মেরিন ড্রাইভ প্রভৃতি এলাকা সোমবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকালে মুম্বইয়ের বাতাসের গুণগতমান ছিল মন্দ পর্যায়ে। বিগত কয়েকদিনের মতো এদিন সকালেও বাণিজ্যনগরীর সর্বত্রই ছিল ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন।

চারিদিকে শুধুই বরফ, ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রহরায় সেনাবাহিনী শ্রীনগর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বরফ আর বরফ। একইসঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। তীব্র ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই অতন্দ্র প্রহরায় ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা সেক্টরে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রহরায় রয়েছেন সোনাবাহিনীর জওয়ানরা।

বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার তুষারপাত হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। পাহাড় ঢেকে গিয়েছে বরফে। একইভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা সেক্টরেও পাহাড়ে বরফ জমে গিয়েছে। সোমবার সকালে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় কনকনে এই ঠান্ডার মধ্যেই টহল দেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা।

এখনও বোরওয়েলের ভিতরে আটকে ছোট্ট চেতনা অষ্টমদিনেও উদ্ধারকাজ জারি

কোটপুতলি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের কোটপুতলির তিন বছরের শিশু চেতনাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, শিশুর শারীরিক অবস্থা ঘিরে তৈরি হচ্ছে সংশয়। প্রশ্ন উঠছে, শিশুটিকে উদ্ধারে আর কত সময় লাগবে? সোমবার অষ্টম দিনেও জারি রয়েছে উদ্ধারকাজ। পড়ে যাওয়ার পর ইতিমধ্যেই এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও উদ্ধার করা যায়নি চেতনাকে। পড়ে যাওয়ার চার দিন পর থেকেই শিশুটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সংশয়, শঙ্কা এবং উদ্বেগ আরও বাড়ছে।

গত সোমবার রাজস্থানের কোটপুতলিতে বছর তিনেকের শিশু চেতনা ৭০০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে যায়। সময় যত গড়াচ্ছে, আশঙ্কা ততই বাড়ছে। যদিও কুয়োর সমান্তরালে ১৭০ ফুট গর্ত খুঁড়ে উদ্ধারকারী দল নীচে নামার কাজ শুরু করেছে। তবে শিশুটিকে কখন উদ্ধার সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশাসন কিছু বলতে পারেনি।

পারদ-পতনের সঙ্গেই শীতে কাঁপছে দিল্লি, পালমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৬ ডিগ্রি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। শীতের দাপটে রীতিমতো জবুথবু অবস্থা রাজধানীজুড়ে। একইসঙ্গে ঘন কুয়াশায় দুর্বিষহ পরিস্থিতি রাজধানীতে। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রিতেও নেমে যেতে পারে। শীত থেকে রেহাই পেতে বহু মানুষকে এদিন সকালেও আগুনের তাপ নিতে দেখা যায়। কুয়াশার কারণে এদিন সকালেও দৃশ্যমানতা কমে যায়। দিল্লিতে এদিন বাতাসের গুণগতমান ছিল ১৭৯।

প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশও। একইসঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশা। সোমবার সকালে তাজনগরী আগ্রা কুয়াশার হালকা আস্তরণে আচ্ছন্ন ছিল, দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাজমহলকে।

জয় দিয়ে বছর শেষ করল লিভারপুল পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে

লিভারপুল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ২০২৪ সালের শেষ ম্যাচেও বড় জয় পেল অলরেডরা। রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে ওয়েস্ট হ্যামের মাঠে ৫-০ গোলে জয় পেয়েছে লিভারপুল।

ম্যাচের ৩০ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। ডি-বক্স থেকে জোরাল শটে গোল করেন কলম্বিয়ার এই ফরোয়ার্ড। এই গোলের দশ মিনিট পর কোডি গাকপো গোল করেন সালাহ"র পাস থেকে। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে অর্থাৎ ৪৪ মিনিটে সালাহ নিজেই গোল করে লিভারপুলকে তৃতীয় গোল এনে দেন।

বিরতির পর আরও দুই গোল খায় ওয়েস্ট হ্যাম। ৫৪ মিনিটে দূরপাল্লার শটে দারুণ এক গোল করেন ট্রেন্ড আর্নল্ড। এরপর লিভারপুলের হয়ে পঞ্চম ও শেষ গোলটি করেন দিয়েগো জোতা। ১৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থানেই থাকল লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। এদিকে ১৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৩-তম স্থানে ওয়েস্ট হ্যাম।

লোকালয়ে চলে এল গণ্ডার, আলিপুরদুয়ারে জঙ্গলে ফেরালো বন দফতর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে সোমবার সকালে লোকালয়ে দাপিয়ে ছোটাছুটি করল একটি গণ্ডার। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের পাতলাখাওয়া এলাকায়। স্থানীয়রা এদিন সকালে ওই গণ্ডারটিকে এলাকায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চিলাপাতা রেঞ্জের বন কর্মীরা। এদিন সকালে গণ্ডারটি গ্রামের একটি সুপারি বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে সেটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু করেন বন কর্মীরা। গণ্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরাতে আনা হয় একটি কুনকি হাতি। বাজিও ফাটান বনকর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ওই গণ্ডারটিকে জলদাপাড়া জঙ্গলে ফেরাতে সমর্থ হন তাঁরা। বন দফতরের অনুমান, চিলাপাতা বা জলদাপাড়া থেকে ওই গণ্ডার লোকালয়ে এসেছিল। গণ্ডারটি জঙ্গলে ফিয়ে যাওয়ায় স্বস্তিতে গ্রামবাসীরা।

মণিপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার নিষিদ্ধ প্রিপাক-এর দুই সক্রিয় ক্যাডার, উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র

ইমফল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন 'পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক' (প্রিপাক)-এর দুই সক্রিয় ক্যাডার। এর সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। আজ সোমবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে রবিবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ে মণিপুর পুলিশ ইমফল পশ্চিম জেলার সাঙ্গাইপ্রৌ মামাং লেইকাই এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রিপাক-এর দুই সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের লেইশাংথেম নেপোলিয়ন মেইতেই (৩৫) এবং থোকচম আমুজাও সিং (৩৩) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারের সময় পুলিশ দুজনের হেফাজত থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সহ তিনটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ১২টি তোলা আদায়ের ডিমান্ড নোট, একটি চার চাকার গাড়ি।

পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার ঘোষণা কেজরির, আর্থিক সহায়তারও দিলেন আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন 'আমি একটি প্রকল্পের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করছি। প্রকল্পের নাম পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনা। এই প্রকল্পের অধীনে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের "গ্রন্থিদের" সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে।'

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার অধীনে, প্রতি মাসে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের "গ্রন্থিদের" সাম্মানিক দেওয়া হবে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে...এই স্কিমের জন্য রেজিস্ট্রেশন আগামীকাল শুরু হবে। এই স্কিমের রেজিস্ট্রেশন শুরু করতে আমি আগামীকাল কনট প্লেসের হনুমান মন্দির পরিদর্শন করব।'

মহাকুম্ভে পৌঁছলেন খর্বকায় সাধু গঙ্গাপুরী

প্রয়াগরাজ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সনাতন ধর্মের বৃহত্তম অনুষ্ঠান মহাকুম্ভ। একে একে মহাকুম্ভ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছচ্ছেন বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সন্ন্যাসীরা। এবার মহাকুম্ভে এসে পৌঁছলেন খর্বকায় সাধু গোপাল গিরি গঙ্গাপুরী।

উল্লেখ্য, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। আসতে শুরু করেছেন নাগা সন্ন্যাসী ও অঘোরিরাও। তাঁদের পাশাপাশি দেখা মিললো খর্বকায় সাধু বাবা গঙ্গাপুরীর। জানা গেছে, তাঁর উচ্চতা ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। তিনি নিজেকে আশ্চর্য সাধু বলেই অভিহিত করেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : ৪ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল সিটি

ম্যানচেস্টার, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়ার লিগে ৪ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল গত ৪ বারের চ্যাম্পিয়নসরা। লেস্টার সিটির মাঠে রবিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।৪ ম্যাচে জয়হীন সিটি ২১ মিনিটে গোল পায়। ফিল ফোডেনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট গোলরক্ষক বাঁচালেও পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। সেই বল ফাঁকায় পেয়ে জোরাল শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সাভিনিয়ো। ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হলান্ড। লিগে ৫ ম্যাচ পর প্রথম জয়ের দেখা পেলেন হলান্ড। তাঁর মোট গোল হয়ে গেল ১৪টি।এই জয়েই লিগ টেবিলে দুই ধাপ এগোলো সিটি। ১৯ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পঞ্চম স্থানে আছে সিটি। আর অবনমন অঞ্চলে থাকা লেস্টার ১১ হারের পর ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে আছে।

আহত চালক

● প্রথম পাতার পর

বিশ্রামগঞ্জ থানার লুনথাইছড়ায় জাতীয় সড়কে অন্য একটি একটি বাস গাড়ি অ্যাম্বুলেন্সকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়ির ধাক্কায় অ্যাম্বুলেন্স থাকা চারজন রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আহতরা হলেন দিলীপ দে, দীপঙ্কর দে, বিনা দে পোদ্দার, এবং সীমা পাল দে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। গাড়ির ধাক্কায় এম্বুলেন্স দুমড়ে মুচড়ে যায়।

ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতেই ভিত্তিহীন মন্তব্য করছেন অখিলেশ কটাক্ষ ও পি রাজভরের

লখনউ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): শিবলিঙ্গ রয়েছে যোগী আদিত্যনাথের বাড়ির নীচে'! খোঁড়ার দাবি তুলেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশের এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ও পি রাজভর। তিনি বলেছেন, ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতেই ভিত্তিহীন মন্তব্য করছেন।

সোমবার ও পি রাজভর বলেছেন, 'নিজের ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত রাখতে তিনি এমন বক্তব্য রাখছেন। তাঁর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য তিনি এমন ভিত্তিহীন বক্তব্য করছেন। তিনি যদি এই সম্পর্কে আগেই জানতেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন খননকাজ কেন করেননি?... সমাজবাদী পার্টি কেবল মুসলমানদের ভোট চায়, তারা কোনও কাজ করে না।'

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দুই মহিলার

পূর্ব বর্ধমান, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার রাতে হাওড়া বর্ধমান (প্রধান) শাখার অন্তর্গত মেমারি রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে রেললাইনে হাঁটার সময় ট্রেনের ধাক্কায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত মহিলাদের নাম ঝর্ণা ভূঁইয়া (৪০) ও পাখি ভূঁইয়া (৩৮)।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার খাতরা থেকে এক শিশু সহ ছয়জন হুগলি জেলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। বাঁকুড়া-মশাগ্রাম শাখার মশাগ্রাম স্টেশনে নেমে তাঁরা সড়কপথে মেমারি স্টেশনে যান। এরপর মেমারি স্টেশনে টিকিট না কেটে ওভারব্রিজে উঠে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় শিশুসহ চারজন প্ল্যাটফর্মে উঠলেও বাকি দুই মহিলারেল ট্রাক থেকে প্লাটফর্মে উঠতে পারেননি। সেই সময়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসা আপ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দুই মহিলাকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মেমারি স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সম্ভলে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর, বিক্ষোভ-প্রতিবাদ স্থানীয় বাসিন্দাদের

সম্ভল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সম্ভলে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি মোটরবাইক আরোহীর। ধাক্কা মারার পর ওই গাড়িটি টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় বাইক আরোহীকে, এই ঘটনা চাউর দিতেই মৃতের পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সম্ভলের এসিপি শিরীষ চন্দ্র বলেছেন, খবর পাওয়া মাত্রই ঘাতক গাড়িটির খোঁজ চলে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আপাতত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

দিল্লি সরকারের সমালোচনা স্বাতী মালিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল দিল্লির সঙ্গম বিহার এলাকা পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি দিল্লি সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত দিল্লির কোনও এলাকায় এতটা খারাপ অবস্থা দেখা যায়নি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশি এবং আম আদমি পার্টির (এএপি) আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিশানা করে স্বাতী মালিওয়াল বলেন, দিল্লির মানুষ আবর্জনা এবং দূষণের জেরে বিরক্ত। কিন্তু দিল্লি সরকার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরেও উদ্বিগ্ন নয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে স্বাতী মালিওয়াল বলেন, এটি দিল্লির সঙ্গম বিহার এলাকা। এখানকার অবস্থা এমন যে, মানুষ যেন নরকে জীবনযাপন করছেন। তাঁদের ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অবস্থায় রাখা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতেও এমন অবস্থা হয় না। মালিওয়াল এও বলেন, পরিস্থিতি এমন যে কিছু জায়গায় রাস্তাও নেই। পুরো এলাকায় সারাবছরই দুর্গন্ধযুক্ত জল জমে থাকে।

উল্লেখ্য, এর আগে স্বাতী মালিওয়াল আম আদমি পার্টিকে দিল্লির স্বাস্থ্য মডেল নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, হাসপাতালগুলির অবস্থা এতটাই খারাপ যে লোকেরা চিকিতা এবং ওষুধ ছাড়াই মারা যাচ্ছে। আর এদিন দিল্লির সঙ্গম বিহারের রাস্তা ও নিকাশি নিয়ে নিশানা করলেন আম আদমি পার্টিকে।

বিক্ষোভ বামেদের

● প্রথম পাতার পর

ডক্টর বি আর আম্বেদকর সমন্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যেগ দাবি ও বারো দফা দাবিতে সি আই টি ইউ "র পক্ষ থেকে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট "র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

দাবিগুলির মধ্যে রেগার শ্রমিকদের বছরে দুইশো দিন কাজ ও ছয়শো টাকা মজুরি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের গ্রাচুইটি অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, মহকুমার বিভিন্ন ভাঙা রাস্তাগুলো মেরামত করা, চা শ্রমিকদের পরিবারে পাকা বসতঘর তৈরি করা সহ অন্যান্য দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে সাতজন সদস্য ছিলেন।

ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এসডিএম "র দায়িত্বে থাকা ডি সি এম ধনঞ্জয় চাকমা।মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সি পি আই (এম)"র জেলা সম্পাদক অঞ্জন দাস,সি আই টি ইউ মহকুমা সম্পাদক দেবাশিস দাস, দলের কমলপুর মহকুমা সম্পাদক অমর ভট্টাচার্য,জি এম পি "র অমলেন্দু দেব্বর্মা, নারী নেত্রী কল্যাণী রায়।

মিছিল ও ডেপুটেশন শেষে কমলপুর মহকুমা কার্যালয়ের সামনে এসে পথসভা করা হয়। পথসভায় নেতৃত্ব গণ বক্তব্য রাখেন। তারা দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কতৃক দেশের সংবিধান প্রনেতা ডক্টর বি আর আম্বেদকর সমন্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রেক্ষিতে তীব্র সমালোচনা করেন।

অন্যদিকে, ডঃ বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে খোয়াইয়ের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে সিপিআইএম। এদিন খোয়াই সিপিএম কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে কোহিনূর সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপর একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। এই সভা উপস্থিত ছিলেন খোয়াই সিপিএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস পলাশ ভৌমিক পদ্ম কুমার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন এক ব্যক্তি বলেন, গত ১৭ ডিসেম্বর সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সংবিধান রচয়িতা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। বাবা সাহেব আম্বেদকরকে বিজেপি সরকার অপমান করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শিহরণকারী তথ্য

● প্রথম পাতার পর

লোহার কেস (২০টি লোহার টুকরো এবং প্লেট দিয়ে সর্বাধিক ক্ষতি/ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হয়), (৯) ফায়ার ক্র্যাকারে ব্যবহৃত বিস্ফোরক সহ বিপুল সংখ্যক সুইচ ও তার এবং বহু আপত্তিজনক নথিপত্র।

এর পর ২৭ ডিসেম্বর 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়া মহকুমাধীন বান্ধবগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জিহাদি সাহিনুর ইসলামকে (৩৬) গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। সাহিনুরের বসতঘর থেকে পুলিশ 'নুরিলিজ্জা' শীর্ষক ৮২৯ পৃষ্ঠার উর্দু বই, ৪৭ পৃষ্ঠার হাতে লেখা বই 'জানা ওয়াহিদ', একটি আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, একটি মোবাইল ফোন, অন্যান্য নথি সহ বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ক্রীড়াঙ্গন

সদর ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ বাধারঘাট সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাধারঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। তাও ৭৫ রানের বড় ব্যবধানে ব্লাড মাউথ ক্লাব কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় প্রথম জয় বাধারঘাটের। প্রথম চার ম্যাচে যথাক্রমে ক্রিকেট অনুরাগী, প্রগতি, মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী এবং মৌচাক কোচিং সেন্টারের কাছে হেরে বাধার ঘাট কে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। আজ, সোমবার ৭৫ রানের ব্যবধানে ব্লাড মাউথকে হারিয়ে প্রথম জয় তাদের অনেকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচের শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বাধারঘাট কোচিং সেন্টার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ৪০ ওভারে নয় উইকেটে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ৬৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে অঙ্কিত সরকার চার রানে দুটি উইকেট এবং ব্যক্তিগত ২৫ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া, গৌরব মজুমদারের ৪৩ রান কুশল মন্ডলের ১৬ রান এবং শ্রীসাস্থ সরকারের ১৬ রানে ৩ উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো। ব্লাড মাউথের সাম্যদ্বীপ দাস তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট আজ দিল্লির সামনে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলতে মঙ্গলবার মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ দিল্লি। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর মানসিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে ত্রিপুরা। ওই অবস্থায় দিল্লিকে হারিয়ে ঘুরে দাড়াচ্ছে চাইছে রাজ্য দল। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয় তা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। আপাতত দু-দলই চারটি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। চার ম্যাচ খেলে দিল্লি দুটি ম্যাচে জয় পেয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা রয়েছে পঞ্চম স্থানে। মধ্যপ্রদেশের বিরুংদ্ধে পরাজয়ের পর মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ত্রিপুরায় ক্রিকেটাররা। ওই অবস্থায় জয় ছাড়া হারানো মনোবল ফিরে পাওয়া সম্ভব নয় তা ভালো করেই জানেন ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে ক্রিকেটারদের মনোবল বাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছেন টিম ম্যানেজমেন্ট।

বোঝাতে চাইছেন দিল্লির জয় করতে পারলেই হারানো মনোবল ফিরে পাবে। সেই লক্ষ্যে গোটা দলকে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা চলছেন। সোমবার দিল্লি ম্যাচের আগে শেষ প্রস্তুতি সেরে নেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। এদিন প্রায় তিন ঘন্টা অনুশীলন হয় রাজ্য দলের। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটের দীর্ঘ সময় ব্যাটিং এবং বোলিং অনুশীলন করে নেন মন্দীপ সিং-রা। গোটা দলের ক্রিকেটাররা চাইছে দেশের রাজধানীকে জয় করতে। এদিকে আসলে তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে দিল্লি।

বিজয় মার্চেন্ট : গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশীপ ম্যাচ শুরু হবে ৩ জানুয়ারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে বিহারের বিরুদ্ধে। ৩-৬ জানুয়ারি হবে ম্যাচটি। ভুবনেশ্বরের বিকাশ গ্রাউন্ডে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। ইতিমধ্যে বিহার এবং ত্রিপুরা আগামী বছর ওই আসরের এলিট গ্রুপে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। এখন গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু দল। ঐ ম্যাচটি হবে চার দিনের। এদিকে সিকিমের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর ত্রিপুরার শিবিরের খুশি হওয়া। সোমবার বিশ্রাম দেওয়া হয় ক্রিকেটারদের। ঘোরানো হয় বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। মূলত ক্রিকেটারদের আরও চাঙ্গা করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্টের ওই উদ্যোগ। আর তাতে খুশি দলীয় ক্রিকেটাররা। যতটুকু খবর বিহার ম্যাচের আগে দুই জানুয়ারি মাঠে অনুশীলন করার সুযোগ পাবে ত্রিপুরা। তবে এর জন্য বসে থাকতে রাজি নয় দলীয় ক্রিকেটাররা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার থেকে জিমে নেমে পড়বে ক্রিকেটাররা। করবে শারীরিক কসরত। সকলেই চাইছে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে বদলা নিতে। প্রসঙ্গত: আসরের প্রথম ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়েছিল ত্রিপুরা। ফলে ওই ম্যাচ থেকে বিহার ৩ পয়েন্ট এবং ত্রিপুরা এক পয়েন্ট পেয়েছিল। এরই বদলা নিয়ে এবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে বদ্ধপরিকর রাজদীপ দেবনাথরা।

পন্থ 'স্টুপিড'! ঋষভকে কেন বলেছিলেন গাওস্কর, ব্যাখ্যা দিলেন সুনীল নিজেই

ঋষভ পন্থের আউট হওয়ার ধরন মেনে নিতে পারেননি সুনীল গাওস্কর। মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে পন্থ আউট হওয়ার পর তাঁকে 'স্টুপিড' বলেছিলেন গাওস্কর। কেন এমন বলেছিলেন তিনি? নেপথ্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার।গাওস্করের মতে, পন্থের মতো প্রতিভাবান ব্যাটারকে এমন শট খেলতে দেখে আরও রেগে গিয়েছিলেন তিনি। তাই নিজেকে সামলাতে পারেননি। গাওস্কর বলেন, "পন্থের মতো প্রতিভাবান ব্যাটার যখন এমন বাজে শট খেলে তখন আরও রাগ হয়। ও আগের বলেও একই শট মারতে গিয়েছিল। সেটা নিজের অহংয়ে নিয়ে নিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেন এ ভাবে খেলবে? দলের কথা কেন ভাববে না? সেই কারণেই নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি।"আক্রমণাত্মক শট খেলার অর্থ বাজে শট নয়, সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন গাওস্কর। তিনি বলেন, "আগের শট মারতে গিয়ে আমার শরীরে বল লাগল। তাই আমি ভাবলাম, পরের বলে বোলারকে দেখাব, কে সেরা। এমনটা ভাবলে হবে না। টেস্ট ক্রিকেট সহজ নয়। ওই শটের জন্য লেগ সাইডে দু'জন ফিল্ডার ছিল। কিন্তু ও আউট হল থার্ড ম্যানে। এই শটের কোনও মানে হয়?"আগের বার অস্ট্রেলিয়া এসে ব্রিসবেনে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে দলকে জিতিয়েছিলেন পন্থ। কিন্তু এ বার তাঁর ব্যাটে রান নেই। গাওস্কর মনে করেন, মানসিকতায় সমস্যা হচ্ছে পন্থের। তিনি ভাবছেন, একই ভাবে খেলতে হবে। গাওস্কর বলেন, "পন্থকে আমি দুর্দান্ত ইনিংস খেলতে দেখেছি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে ও ভাবছে, একই ভাবে খেলবে। সেটা হয় না। সব সময় উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে, হাওয়ায় শট খেলে রান করা যায় না। পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হয়। সেটা পন্থকে বোঝাতে হবে।"মেলবোর্নে তৃতীয় দিন স্কট বোলান্ডের বলে 'স্কুপ' শট খেলার চেষ্টা করেন পন্থ। বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে উপরে ওঠে। পন্থ ফাইন লেগের দিকে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কানায় লেগে বল যায় থার্ড ম্যান অঞ্চলে। সেখানে নেথান লায়ন পন্থের ক্যাচ ধরেন।

ভাল শুরু করেও খারাপ শট খেলে ২৮ রানের মাথায় আউট হয়ে যান পন্থ।তখন ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন গাওস্কর। তিনি বলেন ওঠেন, "স্টুপিড, স্টুপিড, স্টুপিড।

জঘন্য শট। যে যে জায়গায় ফিল্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে এই শট খেলা যায় না। পন্থ দু'ভাবে খেলতে জানে, এক, বল পেলেই মারো আর দুই, এই ধরনের শট খেলা। টেস্টে এই ভাবে রান করা যায় না। এই ভাবে খেললে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করা যায় না। আরও নীচে নামানো উচিত পন্থকে। তা হলে কখনও কখনও রান করে দেবে পন্থ। ওর এখন ভারতের সাজঘরে ফেরা উচিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরে যাওয়া উচিত।" গাওস্করকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কতটা রেগে গিয়েছেন তিনি। সেই রাগের কারণ ব্যাখ্যা করলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার।

বিশ্ব দাবায় জিন্স-বিতর্ক! আনন্দকে নিশানা করে প্রতিযোগিতায় ফিরলেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু

আবার বিতর্কের কেন্দ্রে ম্যাগনাস কার্লসেন। জিন্স পরে বিশ্ব ব্লিৎজ প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তিনি। ফলে জরিমানা করা হয়েছিল তাঁকে। বিতর্কের মাঝে প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তার মাঝেই সুর নরম করেছে বিশ্ব দাবার নিয়ামক সংস্থা 'ফিডে'। ফলে আবার প্রতিযোগিতায় ফিরেছেন তিনি। এই ঘটনার দায় ফিডের সহ-সভাপতি বিশ্বনাথন আনন্দের উপর চাপিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, এক প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিশানা করেছেন আর এক প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে।

গত বার বিশ্ব র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন কার্লসেন। এই বছর নরওয়ের দাবাড়ু র‍্যাপিডের নবম রাউন্ডে খেলতে গিয়েছিলেন জিন্স পরে। কিন্তু ফিডের নিয়ম অনুযায়ী জিন্স পরে কোনও প্রতিযোগী খেলতে পারবেন না। কার্লসেনের ২০০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭, ১০০ টাকা) জরিমানা হয়। প্রতিযোগিতার আরবিটার (দাবায় যিনি আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করেন।) অ্যালেক্স হোলোকজ্যাক জানান, কার্লসেন বার বার এই ভুল করেছেন। শাস্তি পাওয়ার পর কার্লসেন ব্লিৎজ বিভাগে অংশ নেবেন না বলে জানিয়ে দেন।পরে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলেছেন কার্লসেন। ফিডের সভাপতি আরকাডি ভরকোভিচ জানিয়েছেন, নিয়মে কিছু বদল করেছেন তাঁরা। কেউ যদি সাধারণ জিন্স পরে খেলতে নামেন তা হলে কোনও সমস্যা নেই। তিনি বলেন, "আমরা চাই না এমন কোনও নিয়মের জন্য দাবার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে নাম তুলে নিতে হয়। তাই নিয়ম সামান্য বদলেছি আমরা। কার্লসেনকে জরিমানাও দিতে হবে না।" এই ঘোষণার পরেই কার্লসেন জানিয়েছেন, ব্লিৎজ খেলবেন তিনি। যদিও তার মাঝেই বিতর্ক আরও বাড়িয়েছেন কার্লসেন। তিনি নিশানা করেছেন আনন্দকে। কার্লসেন বলেন, "আমি জানতাম না যে কোনও নিয়ম ভেঙেছি। আনন্দও জানত না, অতীতে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না। ওর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আরবিটারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ও কোনও কথা বলতে পারেনি। তার মানে, আনন্দ এই কাজের যোগ্য নয়। সেটাই আমার মনে হয়েছে।"পোশাকের জন্য কাউকে কোনও প্রতিযোগিতায় নামতে দেওয়া হচ্ছে না, এমন নিয়ম কে করেছে সেই প্রশ্নও তুলেছেন কার্সলেন। তিনি বলেন, "ওরা বলছিল, জিন্স পরে খেলা যাবে না। যদি জিন্স পরে না খেলা যায়, তা হলে নিশ্চয় তার কোনও বিকল্প থাকবে। আজ পর্যন্ত কোনও দিন কোথাও পোশাক নিয়ে আমাকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। এই নিয়ম কে করেছে?"কার্লসেনের মনে হয়েছে, সভাপতির সঙ্গে কথা না বলেই একতরফা জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আনন্দ। তিনি বলেন, "আমি তো বিমানের টিকিটও কেটে ফেলেছিলাম। তার পরে বাবা বলল, ভরকোভিচের সঙ্গে কথা বলতে। ওর সঙ্গে কথা বলার পরেই সমস্যা মিটে গেল। আমার মনে হয়েছে, ভরকোভিচ এই বিষয়ে কিছু জানত না। নইলে এতটা সমস্যা হত না।"

ক্রিকেট অনুরাগীকে এক উইকেটে হারিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টারের জয়ের ধারা অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এক উইকেটে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টার। এই জয়ের সুবাদে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে প্রগতি। আজ, সোমবার হারিয়েছে শক্তিশালী ক্রিকেট অনুরাগী কে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ খুদেদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সকাল ৯ টায় ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৪.৫ ওভার খেলে ১৩০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে উদয়ন পালের ৫৫ রান এবং বিবেক দেবের ৩১ রান উল্লেখ করার মতো। প্রগতির আয়ুষ ঘোষ ১৩ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে অনুরাগীকে অনেকটা রুখে দিয়েছে। এছাড়া, ঋদ্ধিমান কর পেয়েছে তিনটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ১৬ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশুর ৭৫ রান উল্লেখযোগ্য হলেও দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে আয়ুষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। অনুরাগীর দেবরাজ মজুমদার ২০ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিল।

মর্ডান ক্রিকেট একাডেমিকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে কর্নেল চৌমুহনী সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ে ফিরেছে কর্নেল চৌমুহনী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। আজ, সোমবার মর্ডান ক্রিকেট একাডেমিকে ৭ উইকেটে হারিয়ে অনেকটা চমক দেখিয়েছে কর্নেল চৌমুহনীর খুদে ক্রিকেটাররা। টিসিএ-র সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে নীপকো মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে আশাব্যঞ্জক রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ৩১.২ ওভার খেলে ৬৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টারের খুদে ক্রিকেটাররা ২৪.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। কর্নেল চৌমুহনী সেন্টারের অপরাজিত বৈশ্য ৮ ওভার বল করে পাঁচটি মেডেন এবং নয় রানে ৪টি উইকেট দখল করার পাশাপাশি সর্বাধিক ৩৫ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া স্নেহাশীষ বণিকের ১৭ রান, সৌমজিৎ মজুমদারের ছয় রানে তিন উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর অনুজিত দেবনাথ সর্বাধিক ১২ রান পেয়েছিল।

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ ভাস্কর

ইস্টবেঙ্গল বনাম হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের ফলাফলকে ছাপিয়ে শিরোনামে উঠে এসেছে রেফারিং। বল ঘুষি মেরে বার করার সময়ে ক্লেটন সিলভার পেটে গোলরক্ষক আরশদীপ সিংহ আঘাত করার পরেও রেফারি কার্ড দেখাননি। যার পরে রেফারিং নিয়ে সমালোচনা করেছেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ডগলাস দি সিলভারা।রেফারিং নিয়ে অভিযোগ করে ম্যাচের পরেই চিঠি দেওয়া হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। রবিবার সেই প্রসঙ্গে তোপ দাগলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর। তিনি বলেছেন, "নজিরবিহীন রেফারিং। ভাগ্যক্রমে ক্লেটনের বড় আঘাত লাগেনি। ফেডারেশনের অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।"এ দিকে রবিবার থেকে হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান। বল পায়ে অনুশীলন শুরু করেছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

মৌচাককে সহজে হারিয়ে টানা ৫ ম্যাচে জয়ী জিবি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় জিবি প্লে সেন্টারের। এককথায় জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে জিবি প্লে সেন্টার নক আউটের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের এ গ্রুপের খেলায় জিবি প্লে সেন্টার আজ, সোমবার মৌচাক কোচিং সেন্টার কে ৭ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে তেমন ব্যাটিং প্রতিভা দেখাতে পারেনি।

১৯.৪ ওভার খেলে ৪৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জিবি প্লে সেন্টারের অনীশ দেবনাথ ১৪ রানে পাঁচটি উইকেট এবং ঋদ্ধিমান দাস ১৮ রানে চারটি উইকেট তুলে নিতেই মৌচাকের ধ্বস নেমে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ১১.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অনীশ দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। ব্যাটিংয়ে মৌচাকের প্রদীপ দত্তের ৩৫ রান এবং জিবি প্লে সেন্টারের দেবাংশু পালের ১৭ রান ও অভয় দেবের ১৬ রান উল্লেখযোগ্য।

স্কাই ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার খেলোয়ারদের দুর্দান্ত সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্কাই ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার খেলোয়াররা দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। বহি:রাজ্যে গিয়ে খেলাধুলার মানচিত্রে রাজ্যের নাম ফের উজ্জ্বল করলো ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদরা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া স্কাই ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ এ বিশেষ সাফল্য পেয়েছে রাজ্যের খেলোয়াড়রা। মোট ১৪ জন ক্যারাটে খেলোয়াড় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

যার মধ্যে ১৩ জন বিশেষ দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৬টি স্বর্ণ পদক, ৪টি রৌপ্য এবং ১৬ টি ব্রোঞ্জ পদক। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরও বিস্তারিত তুলে ধলেন ত্রিপুরা ক্যারাটে এসোসিয়েশনের সম্পাদক কৃষ্ণ সুত্রধর।এদিকে এই সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়েরা সোমবার আগরতলা বিমানবন্দরে পা রাখতেই তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করা হলো রাজ্য সংস্থার তরফে।

সংবর্ধিত হয়ে খুবই খুশি হলেন ক্যারাটে খেলোয়াড়েরা।

সর্বকনিষ্ঠা হিসাবে সপ্তশৃঙ্গ জয়ের বিশ্বরেকর্ড! বাবার সঙ্গে পাহাড় চড়ে নজির গড়ল মুম্বইয়ের কাম্যা

বয়স মাত্র ১৭! নেশা বলতে বাবার সঙ্গে পাহাড় চড়া। কিন্তু কে জানত, ২৪ ডিসেম্বর আন্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসনের চূড়ায় পা রাখার পরেই তার মুকুটে জুড়বে নয়া পালক? বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠা নারী হিসাবে সাত মহাদেশের সাত শৃঙ্গ জয়ের নজির গড়ে ফেলবে মুম্বইয়ের কাম্যা?কাম্যা কার্তিকেয়ন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা কাম্যা ইন্ডিয়ান নেভি চিলড্রেন্স স্কুলের ছাত্রী। বাবা এস কার্তিকেয়ন ভারতীয় নৌসেনার কম্যান্ডার পদে রয়েছেন। ১৩ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে পর্বতারোহণের দুনিয়ার পা রাখা। তার পর থেকে একের পর এক নজির গড়েছে সে। ২০১৭ সালে আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (৫৮৯৫ মিটার) জয়। তখন থেকেই সপ্তশৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন দেখার শুরু। ২০২০ সালে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠা নারী হিসাবে দক্ষিণ আমেরিকার মাউন্ট আকঙ্কাগুয়া (৬৯৬১ মিটার) জয়। এর পর চলতি বছরের মে মাসে নেপালের দিক দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার) জয়। তখনও সর্বকনিষ্ঠা নারী হিসাবে নেপালের দিক দিয়ে এভারেস্টে চড়ার নজির গড়ে ফেলে ১৬ বছর বয়সি কাম্যা। যদিও, সর্বকনিষ্ঠা হিসাবে তিব্বতের দিক দিয়ে এভারেস্টে চড়ার রেকর্ড রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের ১৩ বছর বয়সি পূর্ণা মালবতের। তবে নেপালে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ১৬ বছর বয়স হওয়া আবশ্যিক।

এর পর একে একে ইউরোপের মাউন্ট এলব্রাস (৫৬৪২ মিটার), অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট কোসিয়াজকো (২২২৮ মিটার), উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ডেনালি (৬১৯৪ মিটার) জয়। ২৪ ডিসেম্বর সকালে আন্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসনের (৪৮৯২ মিটার) চূড়ায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় কাম্যার সাত মহাদেশের সফর। তবে নজির গড়ে কী বলছে মুম্বইয়ের মেয়ে? কাম্যার কথায়, "এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না! ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম সপ্তশৃঙ্গ জয়ের। সাত বছর ধরে তিল তিল করে নিজেকে তৈরি করেছি। প্রতিটি শৃঙ্গ আমাকে সাহস এবং সহনশীলতার পাঠ দিয়েছে। আশা রাখি আমার গল্প অন্যদেরও প্রেরণা জোগাবে।" কাম্যা ও তার বাবাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারতীয় নৌসেনাও। নৌসেনার একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই জয় শুধু নৌসেনার জন্যই নয়, ভারতের জন্যও গর্বের!" কাম্যার সাফল্যের কথা শুনে এভারেস্ট-সহ সপ্তশৃঙ্গজয়ী বাঙালি পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত বলছেন, "এত কম বয়সে এই নজির গড়া সত্যিই অভাবনীয়! আমার মতে, এই জয় কাম্যার বাবা-মায়েরও, যাঁরা মেয়েকে পদে পদে উৎসাহ জুগিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের পর্বতারোহীদের দেখে মনে হচ্ছে, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব সঠিক হাতেই রয়েছে!" ভারত তথা বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সাত মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং আগ্নেয়গিরি জয়ের রেকর্ড রয়েছে সত্যরূপের। ২০১৯ সালে ৩৫ বছর ন'মাস বয়সে ওই রেকর্ড গড়েন তিনি।

অন্ধকারে রাখা হয়, সিনারদের ডোপিং নিয়ে তোপ নোভাকের

কোর্টে ফিরেই ইয়ানিক সিনারের ডোপ বিতর্কে জড়ানো নিয়ে কড়া মন্তব্য করলেন নোভাক জোকোভিচ। আগামী মাসেই যিনি ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে নামবেন মেলবোর্ন পার্কে। তার আগে প্রস্তুতি প্রতিযোগিতা ব্রিসবেন ওপেনে নামবেন তিনি। এই প্রতিযোগিতায় তিনি শীর্ষবাছাই। তবে ২০০৯ সালের পরে প্রথম বার তিনি ব্রিসবেন ওপেনে খেলবেন। শুধু তাই নয়, ডাবলসে তিনি জুটি বাঁধবেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা নিক কিরিয়সের সঙ্গে। যিনি ইতিমধ্যেই সমালোচনা করেছেন সিনারকে যথেষ্ট শাস্তি না দেওয়া নিয়ে।জোকোভিচকে এই নিয়ে রবিবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, "সিনার ইচ্ছে করে নিষিদ্ধ কিছু নিয়েছে কি না সেই প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না। অতীতে এমনকী বর্তমানেও অনেক খেলোয়াড়ই আছে যাদের নমুনায় নিষিদ্ধ কিছু না পেলেও শাস্তি পেয়েছে।" যোগ করেছেন, "র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা অনেক খেলোয়াড় এই ব্যাপারে অভিযোগমুক্ত হওয়ার জন্য এক বছরেরও বেশি অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিনারের ঘটনা নিয়ে আমাদের পাঁচ মাস অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়েছিল। যা খুবই হতাশাজনক।" আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ) চলতি বছরে প্রকাশ্যে আনে পুরুষদের মধ্যে বিশ্বের এক নম্বর ইটালির ইয়ানিক সিনার এবং মেয়েদের প্রাক্তন এক নম্বর ইগা শিয়নটেকের ডোপিংয়ে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা।

সিনার দু'বার ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হন মার্চে। তার পরেও শাস্তি দেওয়া হয়নি তাঁকে। আইটিআইএ-র তরফে বলা হয়েছিল এই বিষয়ে সিনারের কোনও দোষ ছিল না। এর পরে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করে বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থা। শিয়নটেক ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরে চলতি বছরের নভেম্বরে এক মাসের নির্বাসনের শাস্তি স্বীকার করে নেন।জোকোভিচ সমালোচনার সুরে আরও বলেছেন, "এটিপি কিন্তু এই দুটো ব্যাপারে বিশদে কিছু জানায়নি। কেন সাধরণ মানুষকে এই ব্যাপারে আগেই জানানো হল না।

আমরা সিমোনা হালেপের ক্ষেত্রে দেখেছি, এ বার ইগা শিয়নটেকের ক্ষেত্রেও দেখলাম।" যোগ করেন, "আমাদের খেলাটার জন্য এটা একেবারেই ভাল ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে না। আমি এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন করছি। কেন নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়কে বাকি সবার মতো দেখা হবে না?'

পাঁচ বলে শূন্য করে আউট রাহুল, গ্যালারিতে অনুষ্কার পাশে বসে কী করলেন স্ত্রী আথিয়া

মেলবোর্নে দ্বিতীয় ইনিংসে রান পেলেন না লোকেশ রাহুল। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে পাঁচ বল খেলে শূন্য রানে ফিরলেন তিনি। রাহুল আউট হওয়ার পরে গ্যালারিতে বসে কী করলেন স্ত্রী আথিয়া শেট্টি।রোহিত শর্মা আউট হওয়ার পরে ব্যাট করতে নামেন রাহুল। তিনি যখন নামছিলেন তখন মুখে হাসি ছিল আথিয়ার। প্রথম চারটি বলে ডিফেন্স করেন রাহুল। পঞ্চম বলটিতেও ডিফেন্স করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে যায়। ভাল ক্যাচ ধরেন উসমান খোয়াজা। প্যাট কামিন্সের বলে শূন্য রানে ফেরেন রাহুল।রাহুল আউট হওয়ার পরেই ক্যামেরা তাক করে আথিয়ার দিকে। দেখা যায়, দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন তিনি। আথিয়ার পাশেই বসেছিলেন অনুষ্কা শর্মা। কোহলি-পত্নীকেও হতাশ দেখায়। চলতি সিরিজে ভাল ফর্মে রয়েছেন রাহুল। তাই শূন্য রানে তিনি ফেরায় কিছুটা অবাকই হন আথিয়া।

সিরিজের শুরু থেকে ওপেন করছিলেন রাহুল। ভাল দেখাচ্ছিল তাঁকে।

রেলওয়ে ট্র্যাকে গবাদি পশুর বিচরণ ও সম্ভাব্য সংঘর্ষ প্রতিরোধে এনএফ রেলের পদক্ষেপ

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রেলওয়ে ট্র্যাকের ওপর গবাদি পশুর আগমন এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) কর্তৃপক্ষ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এমনই এক পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অসমের ডিমা হাসাও জেলার বুক চিরে ধাবিত লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত দাউতুহাজা ও ওয়াড্রেংডিসা স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৭২-এর কাছে অবস্থিত ইয়াব্রা গ্রামে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের পক্ষ থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে রেলওয়ে ট্র্যাকের উভয় পাশে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। এনএফআর-এর রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-এর নেতৃত্বে এবং নিজেদের খরচে স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছায় এই বেড়ার কাজ করেছেন। আরপিএফ কর্তৃক পরিচালিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং সভা-সমিতির ফলাফল এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ সোমবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, জনগণের স্বেচ্ছা পরিষেবামূলক মনোভাবের অনন্য এই উদাহরণ রেলওয়ে ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতা স্থাপনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে অননুমোদিত ক্রসিং ও গবাদি পশুর প্রবেশের ফলে রেলওয়ের পরিচালনা ও সুরক্ষা প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়ে আসছে, সে সমস্ত অঞ্চলে এ ধরনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

এই পদ্ধতিটি যে শুধুমাত্র সুরক্ষার উদ্বিগ্নতার মোকাবিলা করবে তা নয়, পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের নেটওয়ার্কের অন্যান্য গ্রামেও ট্রেন পরিচালনার সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহযোগিতার এই নীতি অনুকরণ করার প্রচেষ্টা চালু রেখেছে।

এভাবেই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জনসাধারণ পরিচালিত সমাধান এবং স্থানীয় জনগণের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সুরক্ষা বৃদ্ধির দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছে, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বেরিমুড়া সূর্য চৌমুহণী এলাকার এক জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি অ্যান্থনি জমাতিয়া সহ পুলিশ বাহিনী। তবে পুলিশের অভিযানের বিষয় আঁচ করতে পেরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় চোরাকারবারিরা।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গেছে, এই চোরাকারবারীরা দীর্ঘদিন যাবত এই এলাকায় কাঠ চোরা করবার করে আসছে। অবশেষে তাদের চোরা কারবারের ডেরায় হানা দিল পুলিশ। উদ্ধার করল চোরাই কাঠ।

তুলাবাগান এলাকায় গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে সক্ষম লেফুঙ্গা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: মোহনপুরের তুলাবাগান এলাকায় গাঁজা বাগান ধ্বংস করলো লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। সোমবার লেফুঙ্গা থানাধীন মোহনপুর বিধানসভার তুলাবাগান এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে গাঁজা বাগান ধ্বংস করলো লেফুঙ্গা থানার পুলিশ।

এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। এই অভিযান নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস জানান, লেফুঙ্গা থানাধীন তুলাবাগান এলাকায় জঙ্গলে অবৈধ গাঁজা চাষ হচ্ছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান এবং প্রায় ৩ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করেন। এক ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে বড়োসড় সাফল্য পেয়েছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে যৌথ বাহিনী।এদিন প্রায় ৫০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকালে মানিকনগর হয়ে ওএনজিসি হয়ে উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় ৪টি গাজা বাগানে অভিযান চালানো হয়। তাতে বিপুল পরিমাণে গাছ নষ্ট করা হয়েছে। কলমচৌড়া থানার পুলিশ ও ৩০জন টিএসআর বাহিনীর যৌথ অভিযানে অবৈধ গাজা গাছ নষ্ট করা সক্ষম হয়েছে, বলেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন , ওই অভিযানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

ফের জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: জেসমিন আক্তারকে এলাকা থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হলেন রাজনগর এলাকাবাসী। আজ এলাকার বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে, জেসমিন আক্তারকে গ্রেফতারের দাবিতে পশ্চিম মহিলা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন প্রদান করেছিলেন এলাকাবাসীরা।

প্রসঙ্গত, রাজনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জেসমিন আক্তার নেশা কারবার সহ অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। স্থানীয় ক্লাব ও এলাকাবাসীর কথায় পুলিশ জেসমিন আক্তারের বাড়িতে তল্লাশি করে বন্দুক ও নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে সে ছাড়া পেয়ে যায়।

গত ২৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার এসপি অফিস ঘেরাও করে জেসমিন আক্তারকে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। পুলিশ সহযোগিতা না করলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজনগর এলাকাবাসীরা।

এদিকে, পুলিশের সহযোগিতা সঠিকভাবে না পাওয়ায় এবার মেয়র তথ্য বিধায়কের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকাবাসী। আজ এলাকার বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এখন মেয়র এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেবেন তার অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকাবাসী।

ফের বাংলাদেশের নাগরিক সহ ভারতীয় দালাল আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ ডিসেম্বর: ফের বাংলাদেশের নাগরিক সহ ভারতীয় দালালকে আটক করা হয়েছে। ঘটনা কৈলাসহর থানা এলাকায়।

ঘটনা সম্পর্কে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান যে, কৈলাসহর থানার অন্তর্ভুক্ত সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত অবৈধভাবে পাড় হয়ে আসার সময় টহলরত বি.এস.এফ জওয়ানরা দুইজনকে আটক করে সমরুরাপাড় বি.ও.পি-তে নিয়ে যায়। ঘটনা রবিবার গভীর রাতে। বি.এস.এফ জওয়ানরা সমরুরপাড় বি.ও.পি-তে আটক দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে যে, আটক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম সুজন আলমিক(১৯)। সুজন আলমিক বাংলাদেশের নাগরিক। সুজনের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমংগল থানাধীন এলাকায়। আটক অপর ব্যক্তির নাম মতিলাল মুন্ডা(৩৫)। মতিলাল মুন্ডার বাড়ি কৈলাসহরের মনুভ্যালী এলাকায়।

আটক দুই ব্যক্তিকে সমরুরপাড় বি.ও.পি-এর ১৯৯ব্যাটেলিয়ন বি.এস.এফ জওয়ানরা সোমবার বিকেলে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মতিলাল মুন্ডার মাধ্যমেই বাংলাদেশের নাগরিক সুজন আলমিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাড় হয়েছিল। মতিলাল মুন্ডা দালালের কাজ দীর্ঘদিন ধরেই করছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বি.এস.এফের অভিযোগ মুলে পুলিশ কৈলাসহর থানায় একটি মামলা রেজিষ্ট্রি করে। মামলার নম্বর হলো কেএলএস/পিএস/১২২/২০২৪। বাংলাদেশের নাগরিক সুজন আলমিক সহ ভারতীয় দালাল মতিলাল মুন্ডাকে সোমবার বিকেলে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান।

দুটি বাইক সহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া দুটি বাইক, একটি স্কুটি সহ একজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে জিরানিয়া থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের নানা তথ্য জানা যাবে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কিছু দিন আগে জিরানিয়ায় বাইক চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাছাড়াও, কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে বাইক চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিপ্লব দাস নামে এক ব্যক্তিকে এসএন কলোনি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে দুটি বাইক ও একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পূর্বেও তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ ডিসেম্বর: কমলপুর -আমবাসা সড়কের দুরাই শিববাড়ি এলাকার টার্নিং -এ টিআর০৪ ডি ১৮৬৫ নাম্বারের একটি বোলেরো গাড়ি ও একটি টিআর০৪- বি- ৯৫২৬ নম্বরের বাইকেরোধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটিতে ধাক্কা দেয় বাইকটি। বাইকের ধাক্কায় গাড়িটি রাস্তার পাশে কাত হয়ে যায়। এদিকে বাইকটি গাড়ির তলদেশে আঘাত হানে। বাইক আরোহী নির্মল দেববর্মা, (পিতা-দেবকুমার দেব্বর্মা)রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তাতে প্রত্যেক্ষ্যদর্শীরা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় কমলপুর বি এস এম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দেখা যায় তার মাথায়, হাতে ও মুখমন্ডলে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাই বি এস এম হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তমন্না দেব্বর্মা জরুরি চিকিৎসা শেষে তাকে কুলাইস্থিত জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।তবে এটা ঘটনা যে ইদানিং পথ দুর্ঘটনা মারাত্মক ভাবে বেড়ে গেছে। ছোট গাড়ি গুলি ও বাইক চালকরা অত্যধিক দ্রুতগতিতে যানবাহন চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানা যায়।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: আজ ছাত্রযুব ভবনে এসএফআই- এর ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মরণে কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। তাছাড়া, সাব্রুমস্থিত ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি অফিসে

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নবারুণ দেব বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিট্রিশ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে বিট্রিশদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে ছাত্ররা লড়াইয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে ছাত্র সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র ফেডারেশন কাজ করা শুরু করেছিল।

এদিন তিনি আরও বলেন, আজ ছাত্র ফেডারেশনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই ৫৪ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ছাত্র ফেডারেশন এগিয়ে গিয়েছে।

এদিকে, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাব্রুমস্থিত ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি অফিসে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সাব্রুম মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত লস্কর, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সাব্রুম মহকুমা কমিটির সভাপতি কিশলয় শীল,ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সাব্রুম মহকুমা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক সুভাষ নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

জালাউন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার উত্তর প্রদেশের উরাই থানার অন্তর্গত মহল্লা গান্ধী নগরের বাসিন্দা মহেশ বর্মা (৫৭) রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। জানা গেছে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সবজি মান্ডিতে কাজ করতেন। সোমবার দুপুরে মান্ডি থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে

জম্মু, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : সোমবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দু''দিক থেকেই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ।জানা গেছে , যাত্রীদের ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কারণ ওভারটেকিংয়ের কারণে ট্রাফিক জ্যামের আশঙ্কা রয়েছে ।ট্র্যাফিক কর্মকর্তারা দিনের বেলায় ভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিশেষ করে রামবান ও বানিহালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় স্টপ এড়ানোর অনুরোধ করেছেন, কারণ সেখানে ভূমিধস ও পাথর পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়াও ভাদেরওয়াহ-চাম্বা রোড, মুঘল রোড এবং সিন্থান রোড তুষারপাত ও পিছলে বন্ধ রয়েছে ।এছাড়াও সোনামার্গ-কারগিল সড়কও যান চলাচলের জন্য বন্ধ আছে ।রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থাগুলির সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই তা খোলার অনুমতি দেওয়া হবে।

নববর্ষের আগে দিল্লিতে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ইংরেজি নববর্ষের আগে রাজধানী দিল্লিতে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। নববর্ষ উদযাপনের আগে, দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। নজরদারি এবং টহল দেওয়ার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য সুবিধা দিয়ে সজ্জিত বিশেষ যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে।

নববর্ষ উদযাপনের জন্য ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডিসিপি ট্র্যাফিক ধল সিং (নিউ দিল্লি রেঞ্জ) বলেছেন, 'কনট প্লেস, ইন্ডিয়া গেট হল নতুন দিল্লির প্রধান পয়েন্ট, যেগুলি সর্বদা নববর্ষে প্রচুর ভিড়ের সাক্ষী থাকে। এটি পরিচালনা করতে ট্র্যাফিক পুলিশ কনট প্লেসে রাত ৮টার পরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, যেখানে আমরা কনট প্লেসের দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলিতে প্রায় ১২ পয়েন্টে ডাইভারশন প্রয়োগ করি। যাঁদের কাছে বৈধ পার্কিং লেবেল রয়েছে, তাঁদেরই অনুমতি দেওয়া হবে।'

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

কুলগাম, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামের খুদওয়ানি এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় ।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এখনও নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কুখ্যাত প্রতারক নূর আহমেদ আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর: দীর্ঘ দিন ধরে মানুষের সাথে প্রতারণা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ ।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন মানুষের সাথে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে নূর আহমেদ বিরুদ্ধে। এমনকি, সর্বশেষ চাল দেওয়ার নাম করে কাঞ্চনপুরের ব্যবসায়ী মৃণাল দাসের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় সে বলেও অভিযোগ। কিন্তু চাল দেয়নি সে। পরবর্তী সময়ে থানায় মামলা দায়ের করেন মৃণাল দাস। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর তাকে আটক করে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

ছিনতাইয়ের চক্রের আগেই অন্ডাল বিমান নগরীতে পুলিশের জালে ধৃত ৪

দুর্গাপুর, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : বিমান নগরীর রাস্তায় ছিনতাইয়ের চক্রের আগেই ৪ দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার নগদ ২০ লক্ষ টাকা। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ডাল থানা এলাকায়। জানা গেছে, রবিবার রাতে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ৪ চাকার গাড়িকে সন্দেহ করে পুলিশ ।সন্দেহ হওয়ায় ওই গাড়ির তল্লাশি শুরু করে। তখনই উদ্ধার হয় নগদ ২০ লক্ষ টাকা ।এছাড়াও ধৃতদের ৪টি মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু চুরি করার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন ।ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্গাপুরে আবারও পুলিশের জালে ধরা পড়ল "রিসিভার" সহ ৬ দুস্কৃতী

দুর্গাপুর, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : নেশা বড়ই বালাই। নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ছে চুরি-ছিনতাই। কখনও সুযোগ বুঝে পাঁচিল টপকে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে মহিলার হার-আংটি ছিনতাই। আবার কখনও পথচলতি মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই। তবে শেষরক্ষা হয়নি। আবারও পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ল ছিনতাইকারী দুস্কৃতীরা। এমনকি তাদের রিসিভারও ধরা পড়ল পুলিশের জালে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার অরবিন্দ পল্লী এলাকায় ।এদিন দুপুরে দুর্গাপুরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লীতে শোভারানী মুখোপাধ্যায় নামের এক প্রৌঢ়া পথ কুকুরদের খাবার দিচ্ছিলেন। ওইসময় বাইককে করে তিনজন দুষ্কৃতি শোভারানী দেবীকে ধাক্কা মারে। রাস্তার উপর বৃদ্ধা পড়ে যেতেই তার গলার সোনার হার ছিনিতাই করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশকে। এবং গোটা এলাকাজুড়ে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। দুষ্কৃতীরা সোনার হারটি দুর্গাপুরের সিনেমা হল রোডের একটি সোনার দোকানে বিক্রি করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়ে তিন দুস্কৃতী। ধৃতদের নাম শিব প্রসাদ, আদিত্য মন্ডল ও ইস্যু রাম। তাদের বাড়ী সুভাষপল্লী সংলগ্ন রাহুল পল্লী এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া হারটিও উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার ধৃত তিন দুষ্কৃতীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাদের জেরা করে পুলিশ রবিবার রাতে গ্রেফতার করে "রিসিভার" সোনার দোকানের মালিক শুভম গুপ্তাকে। সোমবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃত শুভমকে জেরা করে আরও ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনের হদিশ পায় পুলিশ। দুই পান্ডা সাহিল বাল্মিকী ও প্রেম কুমার বিন্দ কে গ্রেফতার করে পুলিশ। দুজনই দুর্গাপুর কোকওভেন থানা এলাকার বাসিন্দা। গত ২৪ সেপ্টম্বর এক মহিলার ছিনতাই করেছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হলে দুদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কোকওভেন থানার সিনেমা রোড এলাকায় উজ্জ্বল পরামানিক নামে এক রিসিভার পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে ৬০ টি মোবাইল ও ১৬ টি চুরির মোটরবাইক উদ্ধার হয়। প্রশ্ন, এত চুরি ও ছিনতাইয়ের পিছনে কারন কি? জানা গেছে, একটা শ্রেনীর যুবক মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। ডেনড্রাইড, গাঁজা য় আসক্ত। আর নেশার খরচ জোগাড় করতেই সুযোগ বুঝে চুরি ছিনতাইয়ে হাত পাকিয়েছে। কখনও মোবাইল চুরি আবার কখনও হার ছিনতাই, বাইক চুরি। নেশার চাহিদা পুরনের জন্য চুরির সামগ্রী নামমাত্র দামে বিক্রি করে নেশার জ্বালা মেটায়। তবে এধরনের মাদজাসক্তদের জন্য নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানোর বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কমিশনারেট পুলিশ। ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন,' সম্প্রতি ''রিসিভার বেসড'' মডেল তদন্ত শুরু হয়েছে। তাতে ভালো সাফল্য আসছে। ইতিমধ্যে ২৫ জন দুস্কৃতীকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। রিসিভারকে গ্রেফতারে এরকম হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনার আরও তদন্ত চলছে।'

গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা চলবে ভেসেল পরিষেবা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ ডিসেম্বর(হি.স.) : অপেক্ষার মাত্র কয়েকটা দিন। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে দফায় দফায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেলা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও ও জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা এবারের মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। এবারের মেলায় পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে স্নাণেরঘাট। অন্যদিকে প্রতিবছর মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে, ভেসেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় ভেসেল ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের। সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলাকে ঢেলে সাজানো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মুড়িগঙ্গা নদীতে নাব্রতা বাড়ানোর জন্য চলছে ড্রেজিং। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরের জেলার সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এই বৈঠকে গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়। গঙ্গাসাগর মেলা ড্রেজিং এর কাজ দেখে দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, "এ বছর পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা চলবে ভেসেল পরিষেবা।"

অন্যদিকে, কুয়াশা থাকার কারণে বিভিন্ন সময় পুণ্যার্থীদের ভেসেল দিক নির্ণয় না করতে পেরে চড়ায় গিয়ে আটকে পড়ে। এর জেরে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত পূন্যার্থীদের। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্টি ফগ লাইট এবং ইসরোর অত্যাধুনিক ব্যবস্থা এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় থাকছে। এর পাশাপাশি বাবুঘাট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত থাকছে পুন্যার্থীদের জন্য বাফার জোন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে থাকছে ২১ টি জেটি ৯টি অত্যাধুনিক বার্জ ও ৩৫ টি ভেসেল। পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১৬ টি বাফার জোন করা হয়েছে। প্রতিটি বাফার জন্য থাকছে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং চিকিৎসা পরিষেবা। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর জন্য থাকছে ৫ টি অস্থায়ী হাসপাতাল। থাকছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এ কথা মাথায় রেখে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলায় তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। এ বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, "গঙ্গাসাগর মেলার জন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকসহ প্রায় ১১৫০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা থাকবে। সিসিটিভির মাধ্যমে চলবে নজরদারিতে খোলা হবে মেগা কন্টোল রুম। গঙ্গাসাগর মেলা নাশকতার ছক বানচাল করার জন্য আকাশ পথের ড্রোনের মাধ্যমে চলবে নজরদারি। পাশাপাশি জলপথে নজরদারি চালানো হবে স্পিডবোট এবং হোভারক্রাফটের মাধ্যমে। আনুমানিক ২৫০০ সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা থাকবে মেলায়।'' গঙ্গাসাগর মেলা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক বছরে ন্যায় এ বছরও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ই-স্নান ও ই-দর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে আশা, পুন্যার্থীরা যাতে নিরাপদে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে মকর সংক্রান্তি পূন্যস্নান করে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বাড়ানো হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় চলবে ৭১টি বেশি লোকাল ট্রেন। সব মিলিয়ে সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনার করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

দেশ-বিদেশে হিন্দুত্বের ভাবাদর্শকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আজ আগরতলার সূর্যমণিনগরে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।